চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৫ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফ্লোর টেস্ট নিয়ে আজ পুনরায় শুনানী

বিধায়কদের সমর্থনের নথি চাইল সুপ্রিম কোর্ট

‘শরদ পওয়ারই আমার নেতা’, টুইটে লিখলেন অজিত পওয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্র নিয়ে রবিবারের পর সোমবারও হবে শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, কেন্দ্রীয় সরকারের নামে নোটিশ জারি করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি বিধায়কদের সমর্থনের নথিও দেখতে চেয়েছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে আদালতে এইগুলি পেশ করতে হবে।

মহারাষ্ট্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে শিবসেনা, কংগ্রেস ও এনসিপি। কংগ্রেস, শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ারদের হয়ে সওয়াল করবেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং অভিষক মণু সিংভি।

তিন রাজনৈতিক দলের তরফে দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে অবিলম্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ জারির আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজভবনে রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারির তত্বাবধানে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অজিত পাওয়ারের শপথগ্রহণের বিরোধিতা করা হয়েছে। বিচারপতি এন ভি রামানা, অশোক ভূষণ, সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার কাছে সরকার গঠনের জন্য বিজেপিকে

আমন্ত্রণ করা পত্র এবং সমর্থিত বিধায়কদের সই করা নথি সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে পেশ করতে বলে।

আদালতে দাঁড়িয়ে কপিল সিব্বল বলেন, বিজেপির কাছে প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে আজ বিধানসভায় তারা সেটা প্রমাণ করুক। রাজ্যপালের কাছে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কোনও প্রমাণ পত্র নেই। সমস্ত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ২২ নভেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ২৩ নভেম্বর ভোর ৫ পর্যন্ত।

বিজেপির তরফে বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহতগী ছুটির দিন শুনানি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শিবসেনার উচিত ছিল সুপ্রিম কোর্ট না গিয়ে বম্বে হাইকোর্ট যাওয়া। অন্যদিকে কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনও প্রকারের অনুমোদন ছাড়াই রাষ্ট্রপতি শাসন রাজ্য থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অভিষেক মণুসিঙভি বলেন, এনসিপির পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অজিত পাওয়ারকে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেওয়ার নজির রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের। তিনি এস আর বোম্মাই মামলার উদাহরণ তুলে ধরে বলে ঘোড়া কেনাবেচা রুখতে হবে।

এদিকে, মহারাষ্ট্র নাটকে নতুন মাত্রা যোগ হল এনসিপি নেতা অজিত পওয়ারের টুইটে। রবিবার বিকেলে একটি টুইট করে তিনি লেখেন ‘আমি এনসিপির সঙ্গে ছিলাম এবং পরবর্তী সময়েও থাকব।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে ফের শুরু হল পশু বলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ নভেম্বর ।। ফের মাতাবাড়িতে শুরু হল পশু বলি। রবিবার ২১টি পাঠা বলি হয়েছে। সেই সাথে ২৭টি পাঠা এবং ২০টি পায়রা উৎসর্গ করা হয়। পুনরায় বলি প্রথা চালু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জমাতিয়া হদার মুখপাত্র রত্না সাধন জমাতিয়া। তিনি বলি প্রথা চালু হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের সকল দেবালয়ে পশুবলি বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেন। সেই নির্দেশ মেনে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে মাতাবাড়িতে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করলে উচ্চ আদালতের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে সর্বোচ্চ আদালত। ৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট এই সংক্রান্ত মামলাটি হিমাচল প্রদেশের অনুরূপ একটি মামলার সাথে যুক্ত করে দেয়।

রবিবার থেকে মাতাবাড়িতে পুনরায় শুরু হলো পাঠা বলি। তবে এখন প্রকাশ্যে সবার সামনে দেওয়া হবে না। দেওয়া হবে আগে যেখানে দেওয়া হতো সেখানেই, তবে বলি দেওয়ার স্থানের চারিদিকে কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়ে এরপর বলি দেওয়া হবে। রবিবারও এইভাবেই বলি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত সাতাশ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রাজ্যের সমস্ত দেবালয়ে পশু বলি বন্ধের উপর এক রায় দেন। হাইকোর্টের এই রায়ের ভক্তরা উপর ভিত্তি করে মাতাবাড়িতে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক অনটনে নয় মানসিক অবসাদে দুই সন্তানকে মেরে দম্পতি আত্মঘাতী ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আর্থিক অনটনে নয়, অজ্ঞতার কারণে, উপজাতির জমি কিনে ফেঁসে যাওয়ায় মানসিক অবসাদ থেকে দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে তাঁতি দম্পতি আত্মঘাতী

নিহতদের পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

নিহতদের পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলেন সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

হয়েছেন। ওই ঘটনার তত্ব তালাশ করে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ সিপিএম এবং কংগ্রেস ওই মর্মান্তিক ঘটনায় অভাব-অনটনকেই দায়ী করেছে। বিরোধী ওই অভিযোগ এইভাবেই খারিজ করলেন আইনমন্ত্রী। সাথে তিনি মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার জন্য বিরোধীদের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

শনিবার ঋণের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুই সন্তান বিশাল তাঁতি ও রুপালি তাঁতিকে প্রাণে মেরে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন প্রকাশ তাঁতি ও তাঁর স্ত্রী সন্ধানী তাঁতি। ওইদিন সাতসকালে পশ্চিম জেলার সিধাই থানাধীন সোনাইয়ের সন্ন্যাসীমুড়া গ্রামে একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

ওই ঘটনায় আজ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন উপাধক্ষ্য পবিত্র কর ওই এলাকায় যান এবং মৃতের পরিবারের সাথে কথা বলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনায় রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁতি পরিবারের চারজনের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় সাতসকালে উঠানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ নভেম্বর।। সাতসকালে রহস্যজনকভাবে নিজ বাড়ির উঠানে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। মৃতার নাম উত্তমা নাথ(৪৫), স্বামী বিমল কুমার নাথ। কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বেলতলা রোডের বাসিন্দা। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহটি উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বেলতলা এলাকার বাসিন্দা বিমল কুমার নাথের স্ত্রী উত্তমা নাথের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ নিজ উঠানে পড়ে থাকতে দেখতে পায় তার একমাত্র ছেলে বিক্রম নাথ। সাত সকালে মায়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ বাড়ির উঠানে পড়ে থাকতে দেখে ছেলে বিক্রম চিৎকার চেচামেচি করলে মৃতার স্বামী অসুস্থ প্যারালাইজড বিমল কুমার নাথ ঘর থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে পনের জন্য হত্যা গ্রেপ্তার স্বামী ও শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। গৃহবধূ খুনের দায়ে গ্রেপ্তার স্বামী ও শাশুড়ি। ধৃতরা হল প্রসেনজিৎ দে এবং দুর্গাচরন দে। গতকাল রাতে খোয়াই থানাধীন পূর্বগনকী গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজ বাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে খোয়াই থানার পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তদের খোয়াই সিজিএম আদালতে তোলা হলে মাননীয় বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেলহাজতে পাঠায়।

গৃহবধূ খুনের ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ নভেম্বর। স্বামী ও শাশুড়ি বাড়ির লোকজন গৃহবধূকে পনের জন্য জোরপূর্বক বিষ পান করায়। ঘটনায় গৃহবধূ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ গৃহবধূকে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এবং পরে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরের দিন জিবিতে মৃত্যু হয় গৃহবধু সিমা নমঃশুদ্রের।

ঘটনার পর গত ১৭ নভেম্বর আমবাসার বাসিন্দা তথা গৃহ বধূর পিতা অর্জুন নমঃশুদ্র খুনের অভিযোগ এনে স্বামী সহ মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খোয়াই থানায় দায়েরকৃত মামলার নম্বর ১৪৪/১৯, ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(এ)/৩০৪(বি)/৫০৬/৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা রুজু হয়। অবশেষে শনিবার রাতে ৫ অভিযুক্তের ২ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিত্রায় যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ নভেম্বর।। গোমতীর জলে মালবাহী ম্যাক্সি গাড়ি পড়ে গুরুতর আহত তিন জন। এর মধ্যে সংকটজনক একজন। ঘটনা, রবিবার বেলা আনুমানিক একটায় উদয়পুর পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ফোটামাটি এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার বেলা আনুমানিক একটায় উদয়পুর থেকে ফোটামাটি হয়ে মহারানীর দিকে একটি ম্যাক্সি ট্রাক প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিষ নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ফোটামাটি দক্ষিণ পাড়স্থিত সরকার বাড়ির সামনে হঠাৎই ইটের সলিং রাস্তা থেকে দুর্ঘটাগ্রস্ত হয়ে গোমতীর জলে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা তা দেখতে পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে গোমতীর জল থেকে গাড়ির মধ্যে থাকা তিনজনকে জল থেকে উদ্ধার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পারবেন কিছু একটা হচ্ছে, রুদিজলার ক্ষুব্ধ কৃষকদের আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আগামী বুধবার সকালেই রুদিজলার কৃষকদের ক্ষোভ প্রশমিত হতে পারে। এমনই আশার আলো দেখালেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। কৃষকদের চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যাক এমন কোন পথে এগুবে না রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে রুদিজলাকে নিয়ে যে রামসা প্রকল্প রয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্দেশে রবিবার রুদিজলার চারপাশের বটতলী, চন্দনমুড়া, বড় দোয়াল, চান্দিনা ঢেপা, সাহেবমুড়া, কেমতলী, বংশীদ্বীপ, কেচ্ছামুড়া পরিদর্শন করেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রুদিজলায় কৃষক পরিবারের সাথে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

পরিদর্শনকালে এলাকার বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, রুদ্রসাগর মৎস্য সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, মেলাঘর পুরসভার চেয়ারম্যান সহ ওই এলাকার স্থানীয় শত শত মহিলা, কৃষক ও মৎসচাষীরা ছিলেন। স্থানীয় বাসীন্দারা তাদের সমস্যা নিয়ে জড়ো হয় রতন লাল নাথের সামনে। জল ছাড়ার দাবী নিয়ে গঠিত কমিটির সদস্যদের সাথে ও বিস্তারিত আলোচনা করেন শ্রীনাথ।

মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ফেরত এলে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তার বিভিন্ন আইনগত বিষয় পর্যালোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানান রতন লাল নাথ। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকাশে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রবিবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উত্তর জেলার বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত মিজোরামের ব্রু শরণার্থীদের কিছু পরিবারকে রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন রাখেন। তাছাড়া, রাজ্যে এনডিআরএফ এর জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া, টিএসআর জওয়ানদের জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া আসাম রাইফেলস ক্যাম্প স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে।

অপরাধ দমনে পুলিশ ফের হাটল প্রয়াসের পথেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ নভেম্বর।। উত্তরের কদমতলা টাউনহলে কদমতলা থানার পুলিশের উদ্যোগে তথা কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের প্রচেষ্টায় এক প্রয়াস বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

আজকের প্রয়াস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন নর্দান ডিআইজি এল ডার্লং, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, ভারপ্রাপ্ত এসডিএম মানিক চক্রবর্তী, এইডস কন্টোলের প্রজেক্ট ডিরেক্টর দিপক সোম, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব প্রমুখ।

পুলিশের মহানির্দেশক কদমতলায় আসা দেখে টাউনহলে ভিড় জমায় উৎসুক জনতা। সরাসরি কদমতলা থানা এলাকার সাধারন জনগণ পুলিশের মহা নির্দেশকের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৭৮ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ট্রাক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ নভেম্বর।। রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক এ কে শুক্লা উত্তর জেলার জওয়ান।চুরাইবারি থানা এবং ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের যৌথ অভিযান। চুড়াইবাড়ি মিনি ট্রাক থেকে উদ্ধার ৮৮০ কেজি নেশাজাতীয় গাঁজা। যার বাজারমূল্য প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা।

চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার করা গাঁজা সহ ট্রাক চালক। রবিবার সকালে তোলা নিজস্ব ছবি।

চুরাইবাড়ি ও কদমতলা সফরের প্রাকমুহূর্তে বৃহৎ পরিমাণে নেশাজাতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হলো পুলিশ ও বিএসএফ থানাধীন খেরেংজুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক এইচআর-৬৩সি-০৯৬৮ নম্বরের ইলেভেন জিরো নাইন মিনি ট্রাক। সাথে আটক চালক বাদল দেব (৩৯)। এই গাঁজাগুলি তেলিয়ামুড়া থেকে গৌহাটি নিয়ে যাচ্ছিলো।

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় গাঁজাসহ মিনি ট্রাক ও ট্রাক চালককে তাদের হেফাজতে নিয়ে একটি এন ডি পি এস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পানিসাগর বিএসএফ ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চের গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন একটি এইচআর-৬৩সি-০৯৬৮ নম্বরের ইলেভেন জিরো নাইন মিনি ট্রাক আটক করেন।চুরাইবাড়ি থানাধীন খেরেংজুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিনি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ক্যেভিনের পেছনের বডিতে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি বক্সের ভেতর সুকৌশলে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় গাঁজা মজুদ অবস্থায় দেখতে পান।এই অভিযানে নেতৃত্ব

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৪৮ ▫ ২৫ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৯ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অভাবে মৃত্যু আলিঙ্গন

রাজ্য জুড়িয়া অভাব অনটনের করাল গ্রাস গভীর উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। ঋণের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া দুই সন্তানকে বিষ দিয়া হত্যা করিয়া গলায় ফাঁস দিয়া আত্মঘাতী হন এক দম্পতি। শনিবার সাত সকালে পশ্চিম জেলার সিধাই থানাধীন সোনাইয়ের সন্ন্যাসীমুড়া গ্রামে একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াইয়াছে। বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করা হইয়াছে এক ছেলে (৯) এবং এক মেয়ে (৭) কে। পুলিশ যে তথ্য পাইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে পেশায় দিনমজুর স্বামী স্ত্রীর পক্ষে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হইতেছিল না বলিয়া জানাইয়াছে পরিবারের অন্য সদস্যরা। মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রঙ্গ দুলাল দেববর্মা জানাইয়াছেন অভাবের তাড়নায় এমন মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে অভাব অনটন কতখানি তাহা নিয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা প্রয়োজন। ঋণের জ্বালা সহ্য করিতে না পারার ঘটনা একই পরিবারের চারজনের হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এই ঘটনায় হয়ত অনেকটাই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে রাজ্যে অভাবের জ্বালায় বহু পরিবার ভুগিতেছেন। এই সত্যিকে অস্বীকার করিবার অর্থই হইল বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করা। রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে না পারিলে একটি সরকারের পক্ষে বিড়ম্বনা বাড়িবারই কথা। অতি সাধারণ মানুষ, গ্রাম পাহাড়ের এই যন্ত্রনাকে মানিয়া নিতে পারিবেন না। রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়া পরিস্থিতি আসলে কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। এই ব্যাপারে, এই স্পর্শকাতর বিষয়কে গুরুত্ব দিয়া দেখা উচিত। তাহা না করিলে রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কেই অন্ধকারে থাকিয়া যাইবে।

ভারতে খাদ্য সমস্যা নাই বলিলেই চলে। রেশনে বিপিএল অন্তোদয় বিভিন্ন প্রকল্পে নামমাত্র মূল্যে চাল দেওয়া হয়। তবু, খাদ্য সংকটের তীব্রতা বাড়িয়া গেল? সেই মন্বন্তরের পদধ্বনিও তো নাই যে, ক্ষুধার আগুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিল। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলে 'আমার দেশের একজন লোক যদি অনাহারে মারা যায় তাহা হইলে বুঝিব আমার স্বরাজ নষ্ট হইয়াছে।' এই ত্রিপুরাতেও ষাটের দশকে তীব্র খাদ্যাভাব ছিল। সেই দুঃসহ দিনের কথা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই জানিবার কথা নয়। কৃষিতে ভারত ছিল পিছাইয়া। আমেরিকার পশু খাদ্য ক্যাপসুল চাল বিলি করা হইত ভারতে। এইগুলি গলাধকরণ করিয়া ক্ষুধা নিরসন করিতেন দেশবাসী। স্বাধীনতার পর একের পর এক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল ভারতের উপর দিয়া। রিক্ত নিঃস্ব ভারত তখন চোখে সর্ষেফুল দেখিত। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণ, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতে যুদ্ধের ঘটনা অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তখনই প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বুঝিয়াছিলেন দেশ রক্ষা এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করিতে হইবে। আর এজন্যই তিনি শ্লোগান তুলিয়াছিলেন জয় জওয়ান জয় কৃষাণ। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকের জন্য ঘোষিত হইল না প্রকল্প। জলসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হইল। কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হইল। সত্তরের দশকে খাদ্য সংকট থাকিলেও অনেকটাই মোকাবিলা করা গিয়াছে। ১৯৬৮ সালে রাজ্যে ভয়াবহ খাদ্য সমস্যার প্রেক্ষিতে তো জঙ্গী আন্দোলন চলিত। কমলপুরে খাদ্য আন্দোলন করিতে গিয়া সৌমেন সূত্রধর নামে এক ছাত্র পুলিশের গুলিতে শহীদ হইয়াছিল। ৭৬ এর মন্বন্তরের কথা তো বলিয়াই লাভ নাই। তখন তো অনাহারে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেই সব তো এখন ইতিহাস। কঠিন দিন অতিক্রম করিয়া ভারত যখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তখন অভাবের জ্বালায় দুই শিশুকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যার পর দম্পতির ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনা আমাদেরকে বড় বেশী প্রশ্নের মুখে ঠেলিয়া দিল। রবিবার রাতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানাইয়াছেন, 'না বুঝিয়া উপজাতি জমি ক্রয় করিয়াই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া মৃত্যুকে বাছিয়া নিয়াছেন। এখানে অভাবে মারা গিয়াছেন কথা ঠিক নহে'।

ত্রিপুরায় একসময় ৮০ শতাংশ মানুষই ছিলেন দারিদ্র সীমার নীচে। এখন বিপিএল পরিবারের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য সহায়তার সুযোগ চালু আছে। যদিও রাজ্যে অভাবের তাড়না আছে। যদি রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যে অভাব খাদ্য সংকট নাই বলিয়াই দাবি করা হইতেছে। যদি তাই হইবে তাহা হইলে সন্ন্যাসীমুড়া গ্রামের একই পরিবারের চারজনের হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনাকে তো অস্বীকারের উপায় নাই। অভাবের তাড়নায় যে, মৃত্যু হইয়াছে তাহা গ্রামের মানুষ স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে গোটা রাজ্য হইতেই অনুসন্ধান চালাইয়া বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। এই পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করার কারণে রাজ্যে ক্ষোভের আগুন বিস্ফোরিত হইতে পারে। ত্রিপুরায় একজন লোকও যাহাতে অনাহারে না মরে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকার ভাল করিয়াই জানেন গ্রামীণ অর্থনীতি কোন পর্য্যায়ে আছে। রেগার সুফল এখন তেমন মিলিতেছে না। কাজের অভাব সংকটেকে তীব্র করিয়াছে। কবি সুকান্ত বলিয়াছিলেন, 'ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

পরীক্ষায় বসতে না পেরে আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণির ছাত্র

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): পরীক্ষায় বসতে না পেরে আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণির এক ছাত্র। মৃতের নাম চন্দন জোয়ারদার। বয়স ১৫ বছর। শনিবার রাতে "বিষ" খায় চন্দন। রাতেই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চন্দনকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা। রবিবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় চন্দনের।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাসিন্দা চন্দন জোয়ারদার। জানা গেছে, বেশ কিছু সমস্যার কারণে পরীক্ষায় বসতে পারেনি চন্দন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টাকার সমস্যা। ফর্ম ফিলআপ করতে "৪০০ টাকা" লাগত। টাকার অভাবে পরীক্ষার সেই ফর্ম ফিলআপ করতে পারেনি চন্দন। একইসঙ্গে পরীক্ষায় বসার জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতিও ছিল না চন্দনের। সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেনি পরীক্ষায় বসার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টে প্রজেক্ট রিপোর্টও। সব মিলিয়ে চন্দনকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয়নি হাবড়ার খাড়ো কেএমআর ইনস্টিটিউশন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান চন্দন। কোনওরকমে দিন গুজরান হত তিন জনের পরিবারের। বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন। মাও অসুস্থ। লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের জন্য রুটি রোজগারের চেষ্টা করত কিশোর চন্দনও। ক্রমশ পরিবারের রোজগেরে সদস্যও হয়ে উঠেছিল সে।

কিন্ত এরফলে স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারত না। কাজের তাগিদে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। এরপরই স্কুল গিয়ে জানতে পারে যে উপস্থিতির হার কম হওয়ায় তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম ফিলআপও করা হয়নি। জমা দেওয়া হয়নি প্রজেক্ট রিপোর্টও। পরীক্ষায় তাকে বসতে দেওয়া হবে না জেনেই মুষড়ে পড়ে চন্দন। বাড়ি ফিরে আসে। আর তারপরই শনিবার রাতে বিষ খায় চন্দন। অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ির লোক জানতে পারার পর সঙ্গে সঙ্গেই চন্দনকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। আজ সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় চন্দনের। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিধ্বংসী আগুনে ভষ্মীভুত মাটির বাড়ি

ঝাড়গ্রাম, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ভষ্মীভুত হল একটি মাটির বাড়ি। এদিন রবিবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের আশুই গ্রামে। বাড়িতে থাকা হাঁস, মুরগি সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস , আসবাব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পুলিশ জানিয়েছে আশুই গ্রামের পেশায় দিন মজুর শক্তি খামরুই এর বাড়িতে এই অগ্নী কান্ডের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শতবর্ষেও আত্মানুসন্ধান হয়নি, বেনোজলই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শকে কবরে নিয়ে গেছে

শান্তনু রায়

গত ১৭ অক্টোবর নেতাজি ইনডোরে একষ্ঠানের মাধ্যমে সিপিএমের উদ্যোগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একটা মত হল ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে পার্টি গঠিত হয়। আরেকটিমত হল, ১৯৫২ সালে কানপুরে গঠিত হয় এই পার্টি। যদিও ১৯৫৯ এর ১৮ই আগস্ট বি টি রণদিভে ও বাসপুন্নাইয়া প্রমুখের উপস্থিতিতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছিল ১৯৫২এর ২৬ শে ডিসেম্বরই এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। তবু ১৯২০ সালে পার্টি গঠিত হয়েছে ধরে নিয়ে সিপিএম এখন শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদযাপন অনুষ্ঠানে অবশও মূল কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই আমন্ত্রিত নয় এবং এ উদযাপনে তাঁদরে প্রবল আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রসঙ্গত মূল কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে সিপিএমের জন্ম হয় ১৯৬৪-এ। মজার কথা, এই যে তখন অভিযোগ করেছিল সিপিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রায় অনুরূপ অভিযোগে সিপিএম থেকে বেরিয়ে সিপিআই (এমএল)-এণ জন্ম নকশাল আন্দোলনের সময় ষাটের দশকের একেবারে শেষে। তবে এও সত্য যে প্রধানত যে দুটি ইস্যুতে, অন্যতম চিন রাশিয়া বিরোধ,সিপিআই ভেঙে সিপিএমের জন্ম হয় ১৯৬৪ সালে, সেগুলি এখন অনেকাংশেই অপ্রাসঙ্গিত হয়ে গেছে।

মূখ্যত মানবেন্দ্র নাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং তাঁদের সস্ত্রীক উপস্থিতিতে ১৯২০-র ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে বারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, যার সম্পাদক হন প্রাক্তন মুহাজির মহম্মদ সফিক। তাঁর ভারত থেকে এরকম আরও কিছু প্রাক্তন মুজাহিরকে দলে অন্তর্ভূক্ত করেন। কিন্তু অচিরেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাঁধে, পরিণামে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত তিক্ততা গত শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝিতে এবং দশক উপান্তে (ডিসেম্বর ১৯২)। কমির্টান থেকে হয়ে বহিস্কৃত মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপ হয়ে দেশে ফেরেন। তারপর ক্রমে মার্কসবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পৃথক সংগঠন পড়েন এবং আমৃত্যু (১৯৫৪) সেই তত্ত্বেই আস্থাবান ছিলেন। অন্যদিকে অবনী মুখোপাধ্যায় রাশিয়ায় ক্রমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হলেও স্তালিনের আমলের কুখ্যাত 'পার্জিং'-এর শিখার হয়ে ১৯৩-এ গ্রেফতার হন ও পরে স্তালিনের নির্দেশে প্রাণদণ্ড হয়। মুজাফফর আহমেদ কাকাবাবু ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে লেখেন যে ১৯২১ সালে মস্কোতে অবস্থানকারী কিছু ভারতীয় যারা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাদের উদ্যোগে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গটিত হয়। অর্থাৎ ১৯২০ বা ১৯২১ যাই হোক না কেন বিদেশে (মস্কো) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা হলেও দেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি মিলে কমিটার্নের অধীন একটি পার্টি হিসেবে সংহত রূপ পেয়েছিল হয়ত ১৯২৫ এ কানপুর কনফারেন্সে এরকম ধরে নিলে দলপ্রতিষ্ঠার একটা দেশজ রূপ দাবি করা অনেক সুবিধাজনক। উল্লেখ্য ওই কানপুর সম্মেলনে কমিটার্নের অধীনতা ও দলের নামকরণ সংক্রান্ত স্বামী সত্যভক্তের আপত্তি অগ্রহ্য করে দলের নাম করণ হয় কমিটার্নের অধীন এর একটি শাখা হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় বা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়। উল্লেখ্য ওই সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে কবি স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা হসরত মোহানী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, অন্য কোনও দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অধীন দাস হিসেবে থাকব না, তাদের সাহয্য নেব না, তাদের হয়ে কাজও করব না। (Our relation with similar parties of other countries will be only that of sympathy and mental affinity to all these in general and to the Third International in particular. We are only fellow travelers in our path and not their subordinates.) দুঃখের হলেও সত্য সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কারণে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের তীব্র সমালোচক স্বাধীনচেতা মোহনীকে দল থেকে বহিস্কৃত হতে হয় কয়েক বছরের মধ্যেই। হয়ত কমিউটার্নের অধীনে মস্কোতে দলের গোড়াপত্তান হওয়ার কারণে প্রথম থেকেই এই পার্টি ঠিল অতিমাত্রায় সোভিয়েত রাশিয়া নির্ভর। পিতৃভূমি রাশিয়ার নির্দেশ অনুসারেই চলত এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অনেক কাল অবধি, রাশিয়ার স্বার্থে রাশিয়ার অঙ্গুলিহেলনে। এ কেবল নিন্দুকের মত নয়। সে কারণেই হয়ত স্তালিনের 'Socialism in one country স্লোগানের আড়ালে ১৯৫৬-তে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮-তে চেকস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার নেতৃত্বে লাল ফৌজের বুটের নীচে সেখানকার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অভীপ্সা দলিত হলে কিংবা আশির দশকের প্রথমে বড়দাদা রাশিয়ার লালচক্ষুর সন্তুষ্টিতে পোল্যান্ডের দুর্নীতিপরায়ণ জারুলেস্কি সরকারকে প্রতিবাদী জনসাধারণের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে সামরিক আইন জারি করার গঠনায়ও ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলিকে তা সমর্থন করতে হয়। এতখানি বশ্যতা একই সঙ্গে বিস্মিত ও ব্যথিত করেছিলএদেশের সচেতন ও মুক্তচিন্তার জনমানসকে। আবার ১৯৪১ সালের ২১ শে জুন জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে বসায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে গেল জনযুদ্ধ। তখন রাশিয়ার স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় তাদের প্রথম বোধোদয় হল হিটলারের জার্মানি কত খারাপ। সোভিয়েতের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের বক্তব্য হয়ে গেল 'ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কারণে 'আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে' এই ধ্বনি না তুলিয়া অন্যদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই কার আমাদের কর্তব্য মনে করিতেছি। অর্থাৎ রাশিয়ার কাছে যা জনযুদ্ধ অদ্ভূত যুক্তিতে পরাধীন ভারতেরও জনযুদ্ধ বলে চাপিয়ে দিয়ে সাহায্য করা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনেরও এরা বিরোধিতা করেছিলেন। একটা সময়ে অক্ষশক্তির বিরোধিতার নামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে পুলিশে সংবাদ সরবরাহ করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পিছপা হননি।

শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে Batlivala added that Joshi has, as General Secretary of the pariy, eritten a letter in which he offered unconditional help to the then Govermment of India and the Army G,H,Q to fight the 1942 underground work and the Azad Hind Fouz of Sunhas Chandra Bose, even to the point of getting them arrested. এর পুরস্কারস্বরূপ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হয় ১৯৪২ সালে।

এদের এমন ভূমিকা স্মরণ করে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় একদা জয়শ্রী পত্রিকায় লিখেছিলেন---দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমরা দেখেছি কীভাবে সেদিন এই সর্বহারাদের ত্রাণকর্তারা ব্রিটিশের পদলেহন করে ইংরেজদের বেতনভুক দেশ-উদ্ধারকারী হিসেবে দেশপ্রেমিকদের ধরিয়ে দেবার, তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে ইংরেজদের সাহায্য করবার ও ভারত ও পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিল।

নেতাজি বলেছিলেন, পরাধীনতার যুগে বামপন্থীর অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। কিন্তু এ দল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের এই ঋত্বিককে অপবাদ দিয়েছিল ছড়া কবিতায় মিথ্যে কুৎসিত প্রচারে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির এমনতর বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দূর করতে মরিয়া সিপিএম আজ কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ উদযাপনকে বেছে নিয়েছে প্রচারে জন্য। কিন্তু সেখানেও অনুচ্চারিত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম, ব্রাত্য মৌলানা হসরত মেহানীর মতো ব্যক্তিত্বেরক ভূমিকা।

নেতাজির বিরুদ্ধতায় তাঁকে প্রতিহত করার অঙ্গীকারের মতো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ও এদলের এক সময়ের বিরূপতা ও সমালোচনা অবিদিত নয় যা প্রাথমিক কমিউনিস্ট মূল্যায়ন বলে আজ দায় এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত।

আজ অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বার্তা দিতে যখন কবির বাণী উদ্ধৃত হয় কমিউনিস্ট মহল দ্বারা ও তখন মনে পড়ে যায় একদা এমনও লেখা হয়েছিল দলীয় কোনও এক পত্রিকায়---'সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন, শ্রেণি সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতি শিবিরকে এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে অস্বীকার করেই। পঞ্চাশের দশকে সে সময়ে কমিউনিস্ট দলের সমর্থক দু'একটা কাগজে দিনের পর দিন কিছু প্রপাগান্ডিস্ট লেখকবৃন্দ,কিছু পণ্ডিত বিজ্ঞ বাঙালিজনেরা বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ কত বড় বুর্জোয়া কবি। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মতো এদেশেও রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন না হলেও পার্টির এ খবরদাবি ছিল এক সময়। কেন বাংলার প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলনও ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টির অক্ষম প্রচারযন্ত্রের পরিণতিতে স্বল্পায়ু হল সে বিষয়টি ও পার্টির শতবর্ষ উদযাপনের মাঝে ভেবে দেখার মতো।

অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের দাবির প্রেক্ষিতে একটি কমিউনিস্ট দল হিসেবে ভূমিকা অবশ্যই বিস্ময়কর এবং দুর্ভাগ্যজনক। মুসলিম লিগের লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান দাবির সহযোগী ছিল এ দল যাদেরও স্লোগান ছিল পাকিস্তান মানতে হবে / তবেই ভারত স্বাধীন হবে। যখন সুভাষচন্দ্র বলছেন---একাধিক কারণে পাকিস্তান একটি আজগুবি পরিকল্পনা ও অকার্যকর প্রস্তাব। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক, সাস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ একটি অবিভাজ্য দেশ। দ্বিতীয়ত ভারতের অধিকাংশ অংশেই হিন্দু ও মুসলমানগণ এরূপভাবে মিশিয়া গিয়োছেন যে তাহাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত জোর করিয়া মুসলমান রাষ্ট্র যদি গঠন করা হয়, তাহা হইলে এইসকল রাষ্ট্রে নতুন সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে নতুন নতুন অসুবিধা দেখা দিবে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সাজ্জাত জাহীর মুসলিম লিগকে সমর্থন করে পাকিস্তান এ জাস্ট ডিমান্ড প্রবন্ধে (জনযুদ্ধ ১৯৪৪) লিখছেন

The league objective aim of complete elimination of Britsh Imperialism, as complete independence exatly the same are the objective of congress.

আবার দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক নেতাজি দেশভাগের প্রস্তাব শুনেই যখন পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণ থেকেক বেতার মাধ্যমে বারবার দেশবাসীকে সতর্ক করতে 'I have no doubt that if India is divideb, she will be ruined. I vehemently oppose the pakistan scheme for the vivisection of our motherland, our divine motherand shall not be cutup'. তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আর এক তাত্ত্বিক নেতা ড. জি অধিকারী পাকিস্তান গঠনের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত আখ্যা দিয়ে বললেন---

'The demand for pakistan if we look at its pregressive essence,is in realiy the demand for the self-determination of the area of muslim nationalities of the, punjab, Pathans, Sind, Baluchistan and of the estern province of Bengal,'

ইতিহাসের এ সত্য যা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রাপথের সম্পর্কিত তা অস্বীকার বা গোপন করলে অন্যায় হবে। ঘটনা হল, এই সাজ্জাত জাহীর পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হলেও কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হতে হতে এখন সাইনবোর্ডে পরিণত। পূর্ব খণ্ডেও প্রায় একই অবস্থা। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বীভৎস অত্যাচারে গুরুতরঅসুস্থ হলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এদেশে এসে প্রাণে রক্ষা পান। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে পার্টির ভূমিকা বিচার করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বাধীনতার অব্যাহিত পরেই রণদিভে লাইন অনুযায়ী ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় স্লোগান দিয়ে দলের এক ধ্বংসাত্মক জঙ্গি আন্দোলনের ঘটনা যে কারণে সাময়িকভাবে দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যদিও পরবর্তীকালে দলেই সমালোচিত এই রণদিভে লাইন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। কিন্তু কি নির্দিষ্ট কারণ ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই এমন হঠকারী আন্দোলনের তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা আশা করা যেতেই পারে দলের এই শতবর্ষ উদযাপন কালে।

সামজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব না সংসদীয় পথে ক্ষমতাদখল---এই দোলচলেও পাঁচের দশকের শেষপর্বে দক্ষিণের এক রাজ্যে র্নিাচনে জয়ী হয়ে প্রথম ক্ষমতায় আসীন হওয়া, পুরো সময় থাকার সুযোগ না পেলেও নিঃসন্দেহে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রাপথেরএক অভিমুখ সূচিত করে। এ সরকার ও ছয়ের দশকে এ রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রণে হয়ত উপলব্ধি হয় এভাবেই ক্ষমতায় এসেও কিছু কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে, বিপ্লব পরে হবে। সংসদীয় ব্যবস্থার স্বাদ একবার পেয়ে এর মধুও আর অস্পৃশ্য রইল না, বরং এ পথের হাতছানিই নির্ভরতা জোগাল। কিন্তু ইতিমধ্যে পথের এ বাঁকে দূরত্ব সৃষ্টি হল দলের অভ্যন্তরের এক অতিবাম গোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁদের চোখে পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়। ফলাফল বিচ্ছেদ প্রতিহংসা---ক্ষেত্র বিশেষে ভ্রাতৃহনন পর্যন্ত।

তবু কিন্তু কমিউনিস্ট ধারার অকাংশ সমর্থিত জরুরি অবস্থার তমসাবৃত অধ্যায় অন্তে যখন ১৯৭৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থী সরকার গঠিত হল এ রাজ্যে, যারা তথাকথিত বামপন্থী বা কমিউনিস্ট নন তাঁদের কাছে মস্ত আশা জাগে এক সাধারণ মানুষের সরকারের সংবেদনশীল পরিচ্ছন্ন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের---ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কারমুক্ত বৈষম্যহীন প্রগতিশীল এক সুস্ত সমাজ গঠনের পথে অভিযাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের হাতে পড়ে কী হল তা ধীরে ধীরে মালুম হতে লাগল এ রাজ্যবাসীর। একসময়ে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্যে উদ্বাস্তু দরদীর (!) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের এরাজ্যে থেকে আন্দামানে এবং দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের বাধা দিয়েছিলেন ও ফিরে আসতে প্ররোচনা দিলেও একটি মিথ এর সুকৌশল প্রচারচলে যে এ দলই নাকি উদ্বাস্তুদের কঠিন সংগ্রামের অংসীদারছিল। বাস্তাব নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদই হোক কিংবা ইউসিআরসি অর্থাৎ ইউনাইটেড সেন্টারাল রিফিউজি কাউন্সিল হোক, সে সব সংগঠনে সিপিআই এবং এসইউসি-র সঙ্গে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাও ছিল যাদের উদ্যোগে অনেক কলোনি গড়ে উঠেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দল হিসেবে তার ডিভিডেন্ট পেয়েছিল প্রধানত কমিউনিস্ট দলগুলিই সংগঠনিকে প্রতিপত্তিতে,যদিও অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল প্রান্তিক মানুষ উদ্বাস্তুজীবনের কথা গ্রন্থে বলেছেন কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল বলেমনে করত। উদ্বাস্তুদেরপ্রতি কমিউনিস্ট পার্টির কঠিন অবজ্ঞা ছিল শঙ্কাও ছিল। উদ্বাস্তুদের পার্টির ভেতরে আনা চলবে না। অথচ বিশাল জনসষ্টিকে দক্ষিণপন্থীদের শিবিরেও চলে যেতে দিলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ ক্ষমতায় আসীন হয়ে এরকম সরল বিশ্বাসী অসহায় উদ্বাস্তুদের প্রতিহত করতে হিংস্র নির্মমপন্থা অবলম্বনে দীর্ঘলালিত স্বপ্ন প্রত্যাশা তো চূর্ণবিচূর্ণ হল, এক দ্বিচারিতাও প্রকাশ পেল। সত্য এ যে ভূমি সংস্কার এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি ইতিবাচক পদক্ষেপে জনমনের প্রাথমিক আস্থা অর্জনে দলীয় ভিত মজবুত করার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমে সমাজের সমস্ত পরিসরে আগ্রাসী দলতন্ত্রে প্রভাব সব স্বপ্নই ক্রমে বিবর্ণ হতে লাগল। প্রথম দিকে পুরনো আমলের আদর্শনিষ্ঠ এবং আত্মত্যাগী কমিউনিস্ট নেতারা যারা ভিন্ন মতাদর্শীদে কাছেও সমীহযোগ্য ছিলেন তাঁদের প্রভাব ছিল,কিন্তু ক্রমে তাদের রাশ আলগা হতে লাগল। জায়গা নিতে লাগল সুবিধাবাদী আখের গোছানোর জন্য ভাগ্যান্বেষীদের দল। ক্ষমতার অলিন্দের কাছে ভিড় বাড়তে লাগল সুযোগসন্ধানী বেনোজলদের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বিচার যা হোক, জামিনটা যেন হয়: শাজাহান খান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। সড়কের নতুন আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্য ধারাটি বাদ দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন পরিবহন শ্রমিকরা।রোববার সচিবালয়ে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা শেষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শাজাহান খান সাংবাদিকদের বলেন, নতুন আইনে জামিন অযোগ্য ধারাটি বাতিল হলে এই আইনে বিচার মেনে নিতেও প্রস্তুত তারা।

পরিবহন শ্রমিক নেতারা বলছেন, আইনে জামিন অযোগ্য ধারা থাকায় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলে জেলে যাওয়ার ভয়ে পরিবহন চালক ও শ্রমিকরা স্বস্ত্রস্ত হয়ে আছেন।শাজাহান খান বলেছেন, জামিন অযোগ্য ধারার কারণে পরিবহন শ্রমিকদের পরিবারে সঙ্কট তৈরি হওয়ার পাশাপাশি চালকেরও ঘাটতি দেখা দেবে।তিনি বলেন,একজন ড্রাইভার তার সীমিত আয় দিয়ে সংসার পরিচালনা করে। মাসে ১৫ দিনের বেশি গাড়ি চালাতে পারে না, ১৫ দিনের আয় দিয়ে তাকে এক মাস সংসার পরিচালনা করতে হয়।

আমরা সরকারের কাছে দাবি করেছি, একজন ড্রাইভার যদি দুর্ঘটনা ঘটান, সে যদি দীর্ঘদিন জামিন না পান, তবে ড্রাইভারের ঘাটতি পড়ে যাবে। এক বছরে সারাদেশে ৩ থেকে ৪ হাজার দুর্ঘটনা হয়, তাহলে ৩ থেকে ৪ হাজার ড্রাইভারের ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। আমরা এখনও কিন্তু ৩ থেকে ৪ হাজার ড্রাইভার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে পারছি না, আমাদের সেই ক্যাপাসিটি নেই।এ কারণেই বলেছি, দুর্ঘটনা ঘটালে তদন্ত করে বিচার হবে সেই বিচারে যা হওয়ার হবে, কিন্তু সে যেন জামিনটা পায়। এতে ঘাটতির জায়গাটা পূরণ হবে। জেল যা আছে, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, বলেন শাজাহান খান।

অপরাধ জামিনযোগ্য করা হলে দুর্ঘটনা আরও বাড়ার শঙ্কা তৈরি হবে কি না- প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,এটা ঠিক নয়। কেউ যদি একবার অপরাধ করে, সেই কিন্তু অপরাধ ইচ্ছা করে করে না, করতে চায় না।গত বছর ঢাকার সড়কে দুই কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর শিক্ষার্থীদের নজিরবিহীন আন্দোলনের মুখে শাস্তি আরও কঠোর করে সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন করে সরকার।শুরু থেকে এই আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন পরিবহন শ্রমিকরা। গত সপ্তাহে আইনটি পুরোপুরি কার্যকর হলে বিভিন্ন জেলায় পরিবহন শ্রমিকরা ধর্মঘটে চলে যান।শাজাহান খান বলেন, নানা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পরিবহন শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করলেও কোনো ধর্মঘট ডাকা হয়নি।রাস্তায় আবার অচলাবস্থা হবে কি না- প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা কেউ ধর্মঘট ডাকিনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে,আপনারা যেটা বলেছেন ফাঁসি হবে, এই হবে সেই হবে, এ সমস্ত অপপ্রচারের কারণে শ্রমিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এই অচলাবস্থা করেছে।

সড়কে গাড়ির কমে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলো নামছে না বলে তা মনে হচ্ছে।ওই আইনের কারণে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম। এই বাস্তবতাটা আপনারা (সাংবাদিকরা) লেখেন না, লেখেন স্বাভাবিক হয়নি। আমি মনে করি, সবই স্বাভাবিক চলছে।তবে ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক-শ্রমিকরা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঘট ডাকলে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

শাজাহান খান বলেন,বাস্তবতাটা হল এই, লাইসেন্সের কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন অনেক ঘাটতি আছে, লাইসেন্স দিতে পারছে না বিআরটিএ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ফিটনেস, কাগজপত্র হালনাগাদের নতুন সময় দেওয়া হলেও নতুন সড়ক পরিবহন আইনের কোনো অংশ স্থগিত করা হয়নি।আইন কিন্তু ইনপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, যেমন আমার বিআরটিএ লাইসেন্স নবায়ন করতে পারিনি, এটার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান করতে শুরু করেছি। লাইসন্সে না দিলে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? কয়েকটি জায়গায় ৩০ জুনের মধ্যে সেরে নিতে হবে।তাদের বিভিন্ন যানবাহনে যে সমস্যা রয়েছে, সেটিও সমাধান করা হবে। তারা ডিফল্টার হয়ে গিয়েছিল ট্যাক্স টোকেনের বিষয়ে, আবেদন জমা দিলে আশা করি জরিমানা এবারের মধ্যে মাফ করা হবে।

নতুন আইনের ব্যাখ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আইনে মৃত্যুদ-ের কথা লেখা নেই। অপরাধ করলে কত বছর সাজা হবে এবং জরিমানা কত হতে পারে সর্বোচ্চ, তা আইনে লেখা আছে। সর্বোচ্চ লিমিট দেওয়া হয়েছে, জজ সাহেব ব্যবস্থা নেবেন, আমরা সিলিং দিয়েছি সর্বোচ্চ, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন, সেটা তার এখতিয়ার।বৈঠকে চারজন সচিবের নেতৃত্বে চারটি সাব কমিটি গঠন করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোন কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে, সে বিষয়গুলো কমিটি জানাবে। বিআরটিএকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং তার দুর্বলতাগুলো ঠিক করতে বিআরটিএ চেয়ারম্যান ও সড়ক সচিব নজর দেবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় সচিব এবং স্থানীয় সরকার সচিববের নেতৃত্বে গঠিত ৪টি কমিটি আগামী দুই মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দেবে।এ সুপারিশ পাওয়ার দুই মাস পর আবার বৈঠক করা হবে এবং সুপারিশের সাথে অ্যাকশন প্ল্যানও তৈরি করে দেবে।সড়কে শৃঙ্খলা আনতে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বে যে কমিটি সরকার করেছে, তারা ১১১টি সুপারিশ দিয়েছে। ওই সুপারিশ বাস্তবায়নে লক্ষ্যেই উপকমিটিগুলো কাজ করবে।সুপারিশ বাস্তবায়নে সময় বেশি লাগছে কি না- জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন,টাস্কফোর্স গঠন করে ১৬ অক্টোবরে গেজেট হয়েছে। এখানে টাস্কফোর্সে কোনো সময় নষ্ট হয়নি। বিআরটিএর দুর্বলতা কাটাতে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, রাস্তাঘাট সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে। জনসচেতনার জন্য তথ্য সচিব কাজ করবেন। স্থানীয় সরকারের অধীনে যে সড়ক রয়েছে তা স্থানীয় সরকার সচিব দেখবে।

বিএনপি সমাবেশের আর অনুমতি নেবে না : মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। আজকের পর থেকে বিএনপি সমাবেশ করতে আর কোনো অনুমতি নেবে না উল্লেখ করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজকের এ সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে সকাল ১০টায়। এখন থেকে আমাদের সমাবেশ আমরা যখন প্রয়োজন হবে করব। আমরা রাজপথে নামব, এটা আমাদের অধিকার। আমাদের সাংবিধানিক অধিকার যে, আমি প্রতিবাদ করতে পারব।মির্জা ফখরুল বলেন, দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আজকে কোনো বিভক্তি না হয়ে আমাদের আন্দোলনে নেমে পড়তে হবে।

এখন অন্য কোনো স্লোগান না দিয়ে সবাই স্লোগান দেবেন,এই সরকার নিপাত যাক।

রোববার (২৪ অক্টোবর) বিকেলে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকা মহানগর (উত্তর ও দক্ষিণ) বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানিয়ে ফখরুল বলেন, নিরপেক্ষ সরকার ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন করুন। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে জনগণই এ দেশের মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

খালেদা জিয়াকে প্রায় ২০ মাস ধরে অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, তিনি (খালেদা জিয়া) কোনো রকম কোনো কিছুতে জড়িত না থাকার পরও শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এ সাজা দেয়া হয়েছে। অথচ একই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নামে যে মামলা দেয়া হয়েছিল সবগুলো তুলে নেয়া হয়েছে। আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল চারটি, যা এখন হয়েছে ৩৭টি। প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) বিরুদ্ধে মামলা ছিল ১৫টি, যা সব তুলে নেয়া হয়েছে।তিনি বলেন, এ সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়, তারা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জোর করে দখলদারি হয়ে ক্ষমতায় বসে আছে।

তাদের সমর্থন দেশের মানুষের নয়। তাদের অস্ত্র ভিন্নখানে, যারা তাদের ক্ষমতায় রেখেছে।বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ সরকার সবদিক দিয়ে ব্যর্থ।

রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রকে ব্যর্থ করার জন্য কাজ করছে। তারা আমাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। শেয়ারবাজার লুট করে নিয়েছে। ব্যাংকগুলো চলতে পারছে না। বিচার বিভাগ একটু একটু করে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আজকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তারা সরকার চালাতে চায়।গত শনিবার রাতে নিহত 'বিএনপি পাগল রিজভী হাওলাদারের' কথা স্মরণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী। সারাক্ষণ এই কার্যালয়ের সামনে থেকে তিনি আমাদের নেত্রীর মুক্তি চাইতেন, গণতন্ত্রের মুক্তি চাইতেন।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশারের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আব্বাস, ড় আব্দুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, নিতাই রায় চৌধুরী, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, আব্দুস সালাম, আমানউল্লাহ আমান, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সড়ক পরিবহন আইন স্থগিত হয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ফিটনেসসহ বিভিন্ন কাগজপত্র হালনাগাদের জন্য মালিক-শ্রমিকদের আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন,আইন (সড়ক পরিবহন আইন) স্থগিত করা হয়নি, সবই (বাস্তবায়ন) চলবে।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সের প্রথম সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।সড়ক আইন বাস্তবায়নে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে সরকার। আগামী বছরের জুন পর্যন্ত এ আইন শিথিলভাবে বাস্তবায়নের কথা জানিয়েছেন। সংসদে পাস হওয়া একটি আইনের বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কিনা- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আইন কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, যেমন আমরা বিআরটিএ লাইসেন্স নবায়ন করতে পারিনি, এটার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান করতে শুরু করেছি। লাইসেন্স না দিলে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব। তাদের তাই সময় বেঁধে দিয়েছি। কয়েকটি জায়গায় ৩০ জুনের মধ্যে তাদের কাজগুলো সেরে নিতে হবে। লাইসেন্স আপডেট করতে হবে। তাদের বিভিন্ন যানবাহনে যে সমস্যা রয়েছে সেটিও ৩০ তারিখের মধ্যে সমাধান করা হবে। তারা ডিফেন্ডার হয়ে গিয়েছিল ট্যাক্স টোকেনের বিষয়ে। সেই জরিমানাটা তারা মওকুফ চেয়েছিল। (সড়ক পরিবহন) সচিবের কাছে তারা আবেদন জমা দেবেন, মন্ত্রী (সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী) এটা সুপারিশ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন। আশা করি জরিমানা এবারের মতো মাফ করা হবে। তাদের অনুরোধ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কোনো জরিমানা মওকুফ হবে না বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বলেন,আইনের সব কিছু প্রয়োগ হয়ে গেছে, শুধু দুই থেকে তিন জায়গায় আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করেছি। আইন স্থগিত করা হয়নি, কোনো কিছু স্থগিত করা হয়নি, সবই চলবে।চালকরা বলছেন, নতুন আইনে জরিমানা দেয়া সম্ভব নয়, দুর্ঘটনায় হত্যা প্রমাণিত হলে ফাঁসি- এগুলো নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের আপত্তি। এ দুটি বিষয় সংশোধন হচ্ছে কিনা- এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন,আইনে কোনো মৃত্যুদ-ের কথা লেখা নেই। অপরাধ করলে কত বছর সাজা হবে এবং সর্বোচ্চ জরিমানা

ছয়ের পাতায়

উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করবে সরকার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার ২০৪১ সাল নগাদ বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলাদেশকে ২০৪১ নাগাদ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছি এবং ইতোমধ্যেই আমরা ২০২০ থেকে ২০৪১ সাল নাগাদ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার সকালে তাঁর কার্যালয়ে (পিএমও) দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১-২০৪১'র ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখার সময় একথা বলেন।সরকার গঠনের পর দেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধনে তাঁর সরকার বেশ কিছু তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমরা পঞ্চম এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি দেশে প্রথমবারের মত ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত আমরা দীর্ঘ মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনারও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে আরো এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মান্নান এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার 'একটি স্বপ্নের দলিল' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।তিনি বলেন, ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ সাল থেকে শুরু করে আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।সিনিয়র সচিব এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম একটি পাওয়া পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড় আব্দুর রাজ্জাক, অর্থমন্ত্রী এএইচএম মুস্তাফা কামাল, শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, ড়তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং ড় মশিউর রহমান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার অনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

খালেদার মুক্তির দাবিতে বিএনপির সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করছে বিএনপি। রোববার দুপুর ২টায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ট্রাকের ওপর অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে এ সমাবেশ শুরু হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী-খান সোহেল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, বেগম সেলিমা রহমান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন। সমাবেশকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। দুপুর ১২টার পর থেকে থানা ও ওয়ার্ডসহ দলটির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যানার ও ফেস্টুনসহ খ- খ- মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দিতে দেখা গেছে।এরপর দুপুর ২টা নাগাদ লোক সমাগমের পরিপূর্ণতা পায়। নাইটএঙ্গেল থেকে ফকিরাপুল পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের অবস্থানের ফলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়।এ সময় মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা 'মুক্তি মুক্তি মুক্তি চাই, খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই' সহ বিভিন্ন স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলেন।

গত ১৯ নভেম্বর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন।

রবিবার লায়ন্স ক্লাব আগরতলার উদ্যোগে আয়োজিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কার চলছে: ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।। দুর্নীতিবাজ নেতাদের 'আগাছা-পরগাছা' আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা এসব জঞ্জাল পরিষ্কার করতেই টানা সম্মেলন দেওয়া হচ্ছে।সম্প্রতি সম্মেলনের মাধ্যমে যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকটি সহযোগী ও ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃত্ব বদলে ফেলা হয়েছে।

রোববার রাজধানীর কমলাপুরে বিআরটিসি বাস ডিপোতে এক অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেন,দীর্ঘদিনের যে জঞ্জাল, যে আগাছা-পরগাছা সেটা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া আমাদের অব্যাহত রয়েছে। ঢাকায় আমরা পাঁচটি সহযোগী সংগঠনের সম্মেলন করছি। ক্লিন ইমেজের নেতৃত্ব দিয়েছি। জেলা পর্যায়ে, ৭০টির মত উপজেলা পর্যায়ের সম্মেলন হয়েছে। আমরা ক্লিন ইমেজের নেতৃত্ব উপহার দিচ্ছি।আমাদের এবার যেটা পরিকল্পনা প্রথমত প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি হওয়া, এরপর ফুল কমিটি যখন হবে সেটা আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখব।তিনি বলেন, অভিযোগ আসলে আমরা যাচাই বাছাই করে দেখব, অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হবে। যাদের ব্যাপারে পার্টির সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশ আছে, আমাদের কাছে সারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে যারা বিতর্কিত সম্প্রদায়িক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আছে, এটা আমি পরিষ্কার বলতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী তালিকা সব বিভাগীয় সব দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অভিযোগ আমরা তদন্ত করে দেখব, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই তার আওয়ামী লীগে থাকার কোনো অধিকার থাকবে না।নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে বিএনপি নেতারা কথামালার চাতুরি দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লাগামহীন বক্তব্য দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কাদের।বিএনপি এমন একটা দল, সর্ব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ। তারা একটা আন্দোলনও করতে পারেনি, নিজের দলের চেয়ারম্যান এতদিন জেলে, তার জন্য চোখে পড়ার মত কোনো মিছিল তারা করতে পারেনি। তারা নির্বাচনে, আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে, এখন সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে।

আজকে বড় নেতারাই বিএনপির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনে কর্মসূচি দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ আনছে। তাদের নিজেদের ঘরের কর্মীদের হাজারো প্রশ্ন তাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতা নিয়ে। শুধু তারা কথা মালার চাতুরি, নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য সরকার বিরোধী লাগাম ছাড়া মিথ্যাচার তাদের প্রাতিনিয়তই তাদের রাজনীতি।পরে ওবায়দুল কাদের ১০টি বিআরটিসি বাস প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে নয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে হস্তান্তর করেন।এসময় বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এহছান এলাহী উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু : বাংলাদেশের সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।।রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজিজ আহমেদ। রোববার কক্সবাজারের রামু সেনা নিবাসে ৬টি ইউনিটকে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন,রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। বেড়া নির্মাণের জন্য যে পিলার প্রয়োজন, সেনা নিবাসে তার নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। বলা যায় কাজ শুরু হয়ে গেছে।তিনি আরও বলেন,মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আমরা প্রতিবেশীদের সাথে সব সময় ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। ওটা আমাদের জাতীয় নীতিরও অংশ। আমি আগামী মাসে মিয়ানমার সফরে যাচ্ছি সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য। ওখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তে কোনো কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত সড়ক নেই জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, বর্তমান সরকার মিয়ানমারের সাথে ২৮৭ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক করার অনুমোদন করেছে। এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে। এরপর কাজ শুরু হবে।আজিজ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দেশের আর্থসামাজিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে অবদান রেখে চলছে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) সাইমুম সরওয়ার কমল, এমপি আশেক উল্লাহ রফিক, এমপি জাফর আলম, সাবেক সাতজন সেনা প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ৩২ জন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৪।।ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় বেনাপোলের দৌলতপুর সীমান্ত থেকে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩২ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার ভোরে তাদেরকে ২১ ব্যাটালিয়নের বিজিবি সদস্যরা আটক করে। তাদের বাড়ি বাগেরহাট, মুন্সীগঞ্জ ও মোড়লগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বলে জানা গেছে। ফেরত ৩২ বাংলাদেশির মধ্যে ১৩ জন নারী,পুরুষ ১৭ জন ও ২ জন শিশু রয়েছে।বিজিবি জানিয়েছে, তাদের কাছে গোপন খবর আসে সীমান্ত পথে অবৈধভাবে একদল নারী,পুরুষ পারাপারের চেষ্টা করছে। পরে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৩২ বাংলাদেশিকে আটক করে।

বেনাপোলের দৌলতপুর বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হোসেন বলেন, আটককৃতদের দালালদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লিপস্টিকের উপকারিতা

চটজলদি হালকা সাজ থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ভারী সাজ ছাড়াও ঠোঁট রাঙানোর এই প্রসাধনী ত্বকেরও উপরকার করে।

ভাররতের সৌন্দর্যচার্য কেন্দ্র 'ভুনিক'য়ের প্রধান স্টাইলিস্ট ভব্য চাওলা এবং ভারতের ভিএলসিসি'র মেকিআপ আর্টিস্ট ভিশাল মুডগাল জা ঝিনয়েছেন লিপস্টিকের এমন কিছু গুনাবলী সম্পর্কে যেনে নিন।

অনেক পিলস্টিক থাকে 'সান প্রোটেকশন৪ উপাদান যা ঠোঁটের রোদপোড়া থেকে রক্ষা করে।

লিপস্টিকে অ্যালোভেরা ও ভিটামিই থাকলে তা ঠোঁটে আর্দ্রতা যোগায়।

লিপস্টিকের ঠোঁটের গড়নকে আরেও বেশি উজ্জ্বল করে তোলে। তবে সেজন্য বেছে নিতে হবে ত্বকের সঙ্গে মানাসই রংয়ের লিপস্টিক।

প্রাতিষ্ঠানিকু পলক্ষ্য কিংবা প্রিয় মানুষটি কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, নারীর সাজসজ্জায় পূর্ণতা আনে লিপস্টিক।

লিপস্টিত নারীর চেহারায় আত্মবিশ্বাসী ভাব ফুটিয়ে তোলে। অন্যদের কাছে নারীকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। মন-মেজাজের উপরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে লিপস্টিক। মানসিক চাপের মাঝে বিভিন্ন রংয়ের লিপস্টিম পরার খেলা নারীকে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে। নারীর মানসিক শক্তি বানিয়ে দিতে পারে মুহূর্তেই।

নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও অনেক কিছু জানিয়ে দেয় লিপস্টিক। সংগ্রহে রাখা অসংখ্য রয়ের লিপস্টিক থাকলেও প্রতিটি নারীর বিশেষ কিছু রংয়ের লিপস্টিক থাকে যা সে প্রতিদিন ব্যবহার করেন। আর এই বিসেষ রং বাছাই করতে পারলে তা নারীর চেহারায় বাড়তি সৌন্দর্যের মাত্রা যোগ করে।

মুখের ত্বক, মাথার ত্বক

মুখ:

সুন্দর ও সুস্থ ত্বক পেতে সপ্তাহে দুয়েকবার ফেইস স্ক্রাব দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা উচিত। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং সতেজভাব ফুটে ওঠে। এটা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, লোমপূপ উন্মুক্ত করে। লোমকূপ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। তা না হলে ত্বকে ব্রণ ও বলিরেখা দেখা দিতে পারে।

উপাদান : ১ টেবিল-চামচ নারিকেল তেল। ২টেবিল-চামচ চিনি।

পদ্ধতি: চিনি ও তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নি। এরপর মুখে লাগিয়ে গোলাকারভাবে মালিশ করুন এক মিনিট ধরে। হাতের কাছে যখন অনেক উপাদান থাকে না তখন এভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন স্ক্রাব।

ঠোঁট: রোদপোড়াভাব বা খারাপ আবহাওয়ার জন্য ঠোঁটের মৃত কোষ দেখা দেয়। সুন্দর ঠোঁট আর তাতে সুন্দর ভাবে লিপস্টিক ব্যবহারের জন্য হালকাভাবে ঠোঁট স্ক্রাব করা দরকার।

ঠোঁট সুন্দর রাখতে বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন মিন্ট স্ক্রাব।

উপাদান: ২টেবিল -চামচ চিনি। ১ টেবিল -চামচ মধু। ১ টেবিল -চামচ জলপাইয়ের তেল। ১ ফোঁটা পুদিনার তেল।

পদ্ধতি: সব উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে কাচের পাত্রে চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষম করতে পারেন।

স্ত্রাব করার সময় একটা পাতলা কাপড় গরম জলেতে ভিজিয়ে পাঁচ মিটিন ঠোঁটের উপর রেখে দিন। এরপর পুরু করে স্ক্রাবারটি ঠোঁটে লাগান। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা চার দিয়ে লোগাকারভাবে ঘষে ঠোঁটের মৃত কোষ দূর করুন। গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

মাথা:

পরিষ্কার করতে হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। সম্পূর্ণ মাথার ত্বক গোলাকারভাবে মালিশ করুন। এতে মৃত কোষ দূর হবে, রক্ত সঞ্চালন বাড়বে। চুলের গোড়া শক্ত হবে আর খুশকি দূর হবে। এটা চুল পড়া কমাতেও সাহায্য করে।

উপাদান : ২ টেবিল-চামচ বাদামি চিনি, ২ টেবিল-চামচ ওটমিল গুঁড়া। ২ টেবিল-চামচ চুলের কণ্ডিশনারছপ।

পদ্ধতি: ভালোভাবে সবগুলো উপাদান মিশিয়ে নিন। হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভালোভাবে পরিষ্কার করে নি। এরপর হাতে বানানো স্ত্রুাবটি মাথার ত্বকে গোলাকারভাবে মালিশ করুণ। মালিশ করা হয়ে গেলে ভালোভাবে ধুয়ে নিন।

চা নাকি কফি-কোনটা ভালো ?

কারও পছন্দ চা আবার কারও পছন্দ কফি। আর চা্কফি দুটোই পছন্দ এমন মানুষ সংখ্যায় কমই আছে। তাহলে কে বেশি উপকার পাচ্ছেন?

দুধ চিনি ছাড়া চা কিংবা কফি'র ্পকারিতা নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বন এখানে সেসব বিষয় তুলে ধরা হল।

কালো চায়ের গুণ।

শরীর ্ষ্ণ রাখতে কার্যকর বলে শীত ও বৃষ্টির দিনগুলোতে চা বেশ চমৎকার। পাশাপাসি এতে থাকে 'পলিফেনন্স' নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বানায়। 'পলিফেনন্স৪ শরীরে রাসায়নিক ্পাদানকে ঢুকতে বাধা দেয়। এছাড়াও 'প্লাক' তৈরি করে এমন ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে, হান শক্তিশালী করতে এবং জরায়ু ক্যান্সাসের বিরুদ্ধে লড়তে এই উপাদান কার্যকর।

এসব বিষয় ছাড়াও ব্ল্যাক টি'তে থাকে 'অ্যালকাইলামাইন অ্যান্টিজেন৪ এবং 'ট্যানিস'। এই উপাদানগুলোও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অন্ত্র শক্তিশোলী করে আর 'ক্যাফেইন' যের মাত্রা দিক থেকে চিন্তা করলে কফির তুলনায় চায়ে 'ক্যাফেইন' যের মাত্রা কম,প্রায় অর্ধেক।

কালো কফি'র গুণ

শরীরচর্চার সঙ্গে জড়িতদের মাঝে কফি বেশ জনপ্রিয়। যদিও অনেকসময একে অস্বাস্থকর পানীয় হিসেবেও গন্য করা হয়। তবে কফিতেও উপকারের কমতি নেই। সকাল বেলা কফি পান করার সঙ্গে আয়ু বাড়ার সম্পর্ক রয়েছে। লাল চায়ের মতো এতেও থাকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, এছাড়াও আছে পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম।

কফির কিছু বানতি গুমের মধ্যে আছে। পরিকিন'স ডিজিস, বেসাল সেল কারসিনোমা, আলৎঝাইমার'স, ডায়াবেটিস ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় নারী-পুরষ দুজনকেই। এছাড়াও পুরুষের প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং নারীদের 'এণ্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচায়।

তাহলে কোনটা ভালো?

উত্তরটা নির্ভর করবে কেমন ্পকার পাচ্ছেন। দুটোরই আছে উপকারী গুণ। প্রধান পার্থক্যটা হল 'ক্যাফেইনয়ের মাত্রা। প্রতি লিটারের চারভাগের একভাগ কফিতে ৮০ থেকে ৯০ মিলি গ্রাম 'ক্যাফেইন' থাকে। আর চায়ে থাকে প্রায় অর্ধেক, ৪০ থেকে ৫০ মিলি গ্রাম।

তাই ঘুম থেকে উঠে যদি শরীর -মন চাঙা করতে চান তবে বেছে নিতে পারেন কফি। তবে দিনের সাময়িক ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার জন্য চা-ই যথেষ্ট ।

ছানাড় রসগোল্লা

নরম রসগোল্লা তৈরি করুন নিজেই। পদ্ধতি দিয়েছেন প্যারিস প্রবাসী রন্ধনশিল্পী ডা.ফারহানা ইফতেখার।

ছানার জন্য : তরল দুধ ১লিটার লেবুর রস ৩ টেবিল-চামচ।

সিরার জন্য: চিনি ১ কাপ। জল ৪ কাপ। এলাচ ২,৩টি।

রসগোল্লার জন্য: ১ লিটার দুধের ছানা। আধা চেবিল -চামচ ময়দা। বেইকিং সোডা ১ চিমটি।

পদ্ধতি: প্রথমে দুধ পাত্রে দিয়ে বলক আসলে বিনিগার দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। ছানা জমাট বাঁধলে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন যাতে ভিনিগারের গন্ধ না থাকে। এবার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নি।

একটা পাত্রে ছানা, ময়দা, চিনি ও বেইকিং সোডা ভালোভাবে ময়ান দিতে হবে ১৫ থেকে ২০ মিনিট। মাখানো বালো না হলে মিষ্টি ভালো হবে না। এবার নিজের ইচ্ছা মতো আকারে গোল করে নিতে হবে।

চিনি ও পানি চুলায় বসিয়ে বলকু ঠলে ছানার গোল্লা দিয়ে চুলার আঁচ বানিয়ে রাখতে হবে পাঁচ মিনিট। এরপর চুলার আঁচ মাঝারি করে ২০ থেকে ২৫ মিনিট জ্বাল দিন।

এর মাঝে দেখে নিতে হবে সিরা ঘন হয়ে গেল কি না। ঘন হয়ে গেলে গরম জল দিতে হবে। সিরা অবশ্যই পাতলা হতে হবে। ঘন সিরায় মিষ্টি শক্ত হয়ে যায়। সিরার মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিন। ঘন হয়ে জমে যাবে না।

একটা রসগোল্লা উঠিয়ে বাটিতে জল নিয়ে ছেন দেখতে হবে। যদি ডুবে থাকে তাহলে বুঝতে হবে হয়ে গেছে। আর না হলে আরও কিছু সময় জ্বাল দিতে হবে।

চুলা থেকে নামানোর পর ঠাণ্ডা হতে এবং রস ঢুকতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সমম লাগবে। তারপই তৈরি হয়ে যাবে তুলতুলে নরম রসগোল্লা।

প্যান-এশিয়ান খাদ্যোৎসব

প্যান-এশিয়ার খাদ্য সংস্কৃতির নানান রূপ তুলে ধরার লক্ষ্যে খাদ্যোৎসব আয়োজন করছে র‍্যাডিসন ব্লু ঢাতা ওয়াটার গার্ডেন। প্যান এশিয়ার সাতটি দেশ-জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, মালয়শিয়া, চীন, বিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত খাবারগুলো পাওয়া যাবে এই আয়োজনে। প্যান এশিয়া অ্যাট ওয়াটার গার্ডেন ব্র্যাসেরি' আয়োজনটি ২ আগাস্ট শুরু হয়ে চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। ২৯ জুলাই, বুধবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই উৎসবের নানাদিক তুলে ধরে হোটেল কর্তৃপক্ষ। এতে উপস্থিত ছিলেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ ব্যবস্থাপক রামানিথারা শানমুগ্রাম, বিপণন বিবাগের পরিচালক নাদিম নেওয়াজ, জ্যোষ্ঠ রাঁধুনি মফিজ উল্লাহ-সহ র‍্যাডিসন ও থাই এয়ার ওয়েজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এই আয়োজনে প্যান এশিয়ার দেশগুলোর ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোসহ প্রায় দুশিতাধিক প্রধান ডিস, সালাদ ও ডেজার্ট পদ পাওয়া যাবে। উৎসবে মজাদার স্বাদের এসব খাবার খেতে খরচ হবে ৪ হাজার ৯শ টাকা। আর শিশুদের জন্য গুনতে হবে ৩ হাজার টাকা। উৎসব চলবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত।

ছানা গাজরের সন্দেশ

গাজর ও ছানা দিয়ে তৈরি করুন মজার স্বাদের সন্দেশ। পদ্ধতি দিয়েছেন প্যারিস প্রবাসী রন্ধনশিল্পী ডা.ফারহানা ইফতেখার

উপকরণ

১) ছানী ৩ কাপ। ডিম ১টি কনডেন্স মিল্ক ১/৩ কাপ। দারুচিনি গুঁড়া সামান্য।

২) গাজর কুচি ৩ কাপ। গুঁনা দুধ আধা কাপ। কনডেন্স মিল্ক ১৫৩ কাপ। বাটার দুতিন-টেবিল -চামাচ।

৩) বাটার ২ টেবিল -চামাচ। ওভেন প্রুফ চারকোনা বাটি।

পদ্ধতি গাজর -কুচি গরম পানিতে সিদ্ধ করে পানি চিপে রাখুন।

দুই নং উপকরণ দিয়ে গাজর-কুচি ভেজে নিন। বেশি ভাজবেন না। ঠাণ্ডা করে নিন।

এক নং উপকরণগুলো বাটার দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট বিট করুন।

২টেবিল -চামচ বাটার ওভেন প্রুফ চারকোনা বাটিতে ব্রাশ করে নিন। অর্ধেক ছানা বাটিতে সমান করে দিন, তার উপর গাজার সমান করে দিন। বাকি অর্ধেক ছাড়া উপরে দিয়ে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট বেইক করুন।

পুরা ঠাণ্ডা করে টুকরো করে কেটে পরিবেশন করুন মজাদার ছানা-গাজরের লোয়ার সন্দেশ।

ওজন কমাতে কী খাবেন কীভাবে না

না খেয়ে বা কম খেয়ে নয়, ওজন কমানোর জন্য চাই সঠিক পন্তায় খাওয়া।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কখন কী খাওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হল।

আর এজন্য অনুসরম করতে হবে তিন ধাপ।

প্রথম ধাপ-চিনি ও শর্করা বাদ : খাবার তালিকা থেকে চিনি ও শ্বেতসার বিশেষ করে কার্বোহাইড্কেইট বাদ দেওয়া খুবই জরুরি। একবার এটা শুরু করলে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমবে। শক্তি উৎপাদনের জন্য কার্বোহাইড্রেইট না পেলে শরীর চর্বি ভাঙতে শুরু করবে। কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণ কমানো হলেও তা ইন্সুলিনের মাত্রাও কমায়, সোডিয়াম ও বাড়তি পানি দূর করে কিডনি পরিষ্কার রাখে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রথম মাসে পাঁচ কেজি ওজন কমানো যায়।

দ্বিতীয় ধাপ-প্রোটিন, সবজি ও চর্বি: প্রতি খাবারে প্রোটিন, সবজি ও চর্বি রাখুন। এই তিন ধরনের খাবার রাখা হলে এমনিতেই শর্করা গ্রহণের পরিমাণ কমে যাবে।

প্রোটিনের উৎস-ডিম, মুরগি, ভেড়া, স্যামন, চিংড়ি, ইত্যাদি খান। বেশি প্রোটিন খাওয়া শুরু করলে বিপাকে পরিবর্তন দেখতে পাবেন। উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ৬০ শতাংশ ক্ষুধা কমায়।

সবজির উৎস-শর্করা সমৃদ্ধ সবজি বাদ দিতে হবে, অনেকে হয়ত জানেন না কোন কোন সবজিতে শর্করা থাকে, যেমন-আলু তাই এটা কম খাওয়া উচিত। নির্দ্বিধায় খেতে পারেন ব্রকলি, ফুলকপি, পালংশাক, ভ্রেঞ্চ বিন, ক্যাপ্সিকাম, বাঁধাকপি, মাশরুম, লেটুস। কপি শস, টমেটো ইত্যাদি।

চর্বির উৎস-দিনে দুতিন বার খাবার খাওয়া ভালো। তবে ক্ষুধা অনুভব করলে হালকা খাবার বিশিষ্ট চার বেলা খেতে পারেন। তেলের ভালো উৎস হল-জলপাইয়ের তেল, নারিকেল তেল, বাটার, ঘি বা অ্যাভাকাডো তেল।

তৃতীয় ধাপ-শরীরচর্চা:

শরীরচর্চা ছাড়াও ওজন কমানো যায়। তবে সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ভারী ওজন তোলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ওজন তুললে তা ক্যালরি খরচ করে তবে বিপাকের হার কমায় না।

চতুর্থ ধাপ (যদি ইচ্ছা হয়)-পুনরায় শর্করা গ্রহণ:

সপ্তাহে একদিন বেশি করে শর্করা খান। তবে নিসিচত হন যেন তা স্বাস্থ্যকর হয়। যেমন, ওটস, ভাত, মিষ্টি আলু ও ফল। সপ্তাহের চারবার এগুলো খেতে পারেন। এর বেশি খেলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

আরবের মিষ্টান্ন বাসবুসা

সুজি দিয়ে তৈরি করুন আরব দেশীয় মিষ্টি খাবার।

পদ্ধতি দিয়েছেন প্যারিস প্রবাসী রন্দনসিল্পী ডা.ফারহানা ইফতেকার।

উপকরণ: সুজি ২ কাপ। চিনি ৩,৪ কাপ। জল ১ কাপ।

লেবুর রস ১ টেবিল-চামচ।

গোলাপ জল ১টেবি গুল চামচ।

পদ্ধতি: চিনি জল জ্বাল করে এক তারের সিরা তৈরি করুন। এবার এতে লেবুর রস মেশান। তারপর গোলাপ জল মেশান। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চিনির সিরাপ।

এবার একটি বাটিতে সুজি, চিনি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে নিন। তারপর গলানো বাটার, এসেন্স, দই একসঙ্গে মিশিয়ে বিট করুন। কোনো দলা ভাব থাকবে না। মিশ্রণটি একদম মসৃণ হবে। এবার মিশ্রমটি ওভেন প্রুফ বাটিতে নিয়ে বরপির আকারে নকশা করে খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম দিয়ে সাজিয়ে নিন।

১৬০ ডিগ্রি প্রি হিট করা ওভেন দিয়ে ৩০ থেকে ১০ মিনিট অথবা বাদামি হওয়া পর্যন্ত বেইক করুন।

হয়ে এলে নামিয়ে গরম অবস্থায় চিনির সিরায় দিয়ে দিন। পুরা সিরা শুষে নেবে। ঠাণ্ডা করে কেটে পরিবেশন করুন দারুন মজার বাসবুসা

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশের তত্ত্বাবধানে মেট্রোয় মহড়া

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : মেট্রো রেলের যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রবিবার সকালে কলকাতা পুলিশের তত্ত্বাবধানে মহড়া চালানো হয়। পুলিশের পাশাপাশি এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা।

আপাতকালীন পরিস্থিতি যেমন আগুন লেগে গেলে বা দুর্ঘটনাগ্রস্তযাত্রীদের রেলের রেক থেকে কি ভাবে সুস্থ শরীর উদ্ধার করে নিয়ে আসা হবে তারই মহড়া চালানো হয়। মেট্রো রেল যাত্রীদের সুরক্ষায় পুলিশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারই পরিচয় পাওয়া গেল। চাঁদনি চক ও এসপ্ল্যানেড মেট্রোর মাঝে শুরু হল মহড়া। এই মহড়ায় উপস্থিত ছিল কলকাতা পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্তারা। মূলত মহড়ার সময় হিসেবে সকালটাকেই বেছে নেয় মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রো থেকে আগুনের ফুলকি বা ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়, তবে কী করা হবে, তা নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্তারা মেট্রোকর্মীদের খুঁটিনাটি নির্দেশ দেন। এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জরুরিকালীন দরজা খুলে কীভাবে তাদের বের করে দেওয়া হবে, এ নিয়ে চলে মহড়া। এ ছাড়া বিপর্যয়ের সময় কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার জন্য কেমন ববস্থা নেওয়া হবে তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এ দিন। বিপর্যয়ের সময় যদি কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার জন্য মেট্রো স্টেশনগুলিতে মজুত থাকবে স্ট্রেচার ও অক্সিজেন সিলিন্ডার। প্রয়োজন পড়লে স্ট্রেচারে করে অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হবে স্থানীয় হালপাতালে। কীভাবে স্ট্রেচারে করে অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হবে, তারও মহড়া হয় এদিন। এছাড়া স্টেশনগুলিতে ফাস্টএডেরও ব্যবস্থা থাকছে। যাতে টানেলের মধ্যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তাড়াতাড়ি উদ্ধারকাজ শুরু করা যায়, সেই দিকেও নজর দিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাই মেট্রো টানেলগুলিতেও আলোর যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আটের দশক থেকে তিলোত্তমা লাইফলাইন হিসেবে কাজ করে এসে মেট্রো। ভিড় বাস ও জ্যাম এড়িয়ে সহজেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছিয়ে যাওয়া মেট্রোর মাধ্যমে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরচে পড়েছে মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো পরিষেবা বিভ্রাট এখন যে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আগামীদিনের কথা মাথায় রেখে এই ধরণের মহড়া চালানো হল।

রাত পোহালেই তিন কেন্দ্রে ভোট ২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : রাত পোহালেই ভোট। সোমবার রাজ্যের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর, নদীয়ার করিমপুর, তিন কেন্দ্রেই রবিবার চলছে ইভিএম বিতরণ। এই তিন কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় চলছে নাকা চেকিং। খড়গপুরের চৌরঙ্গি,আইআইটি ফ্লাইওভার চত্বরে চেকিং করা হচ্ছে।

এই তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনেও যথেষ্ট সংখ্যক বাহিনী দিয়ে করাতে তৎপর জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর তা নিয়ে লোকসভা ভোটের মতো ফের কমিশন রাজ্য সংঘাত উঠেছে তুঙ্গে। ১৫ কোম্পানি বাহিনীর পরিবর্তে উপনির্বাচনে ২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। বাড়তি বাহিনী আনা হচ্ছে জঙ্গলমহল থেকে। কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট শাসকদল। তৃণমূলের মহা সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'কমিশন নিরপেক্ষ তো। তবে এই ভোটেও রাজ্য পুলিশের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখছে না নির্বাচন কমিশন। বাহিনী বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ কোম্পানি। উপনির্বাচনের জন্য তিন কেন্দ্রে ৫ কোম্পানি করে মোট ১৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হবে। করিমপুরে ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। বাড়তি বাহিনী জঙ্গলমহল থেকে সরিয়ে পাঠানো হচ্ছে করিমপুরে। তিন কেন্দ্রেই পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে তিন কেন্দ্রে টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে বেজায় অসন্তুষ্ট তৃণমূল। তারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কমিশনকে চিঠি পাঠাচ্ছে। উপনির্বাচন হলেও, তৃণমূল ও বিজেপি তিনটি আসনই নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া। সিপিএম-কংগ্রেস জোটও জোর টক্কর দিতে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করেছে। কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক প্রমথনাথ রায়ের মৃত্যুতে এই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র এবং বিজেপির দিলীপ ঘোষ সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় করিমপুর এবং খড়্গপুর আসন দু'টি খালি হয়েছে।

কমিশনের কাছে উপনির্বাচনে প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়েছিল বিজেপি। রাজনৈতিক শিবিরের মতে, বিজেপির আর্জি মেনেই শেষ মুহূর্তে বাহিনী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ৩ কেন্দ্র মিলিয়ে এই উপনির্বাচনে মোট বুথ রয়েছে ৮০১টি। কালিয়াগঞ্জে ২৭০, করিমপুরে ২৬১, এবং খড়্গপুর সদরে বুথসংখ্যা ২৭০। ১০০ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবি ছিল বিরোধীদের।

তৃণমূলের প্রশ্ন, জঙ্গলমহল থেকে হঠাৎ বাহিনী সরানো হচ্ছে কেন ? করিমপুরে বাড়তি বাহিনীর দরকারটাই বা কী ? যদিও কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের দিন কোনও রকম নিরাপত্তায় ফাঁক রাখতে চাইছেন না তাঁরা। সে কারণেই বাড়তি নিরাপত্তা।

এদিকে, শনিবার শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুলেছে সব ক'টিরাজনৈতিক দল। প্রার্থীদের সমর্থনে পথে নামেন বিভিন্ন দলের হেভিওয়েটেরা। শনিবারই ছিল প্রচারের শেষ দিন।

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী খড়গপুরের বড়বাতি থেকে ইন্দা কমলা কেবিন পর্যন্ত মিছিলে হাঁটেন তিনি। শেষ প্রচারে ছিল চোখে পড়ার মত ভিড়। অন্যদিকে শহরের পাচবেড়িয়া, ইদগা, কাজি মহল্লায় মিছিলে অংশ নেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জোরকদমে প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী প্রেমচাদ ঝা। তাঁর সমর্থনে রোড শো করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রচার সারেন বাম-কংগ্রেস জোটপ্রার্থীও।

করিমপুরে শেষ প্রচারে রীতিমত উৎসবের মেজাজে প্রচারে অংশ নেন সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে অংশ নেন তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে শেষপ্রচারে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।শেষপ্রচারে জমজমাট ছিল কালিয়াগঞ্জও। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের রোড শো নিয়ে শাসক দল ও বিরোধীদের টানাপোড়েন চলে। শেষপর্যন্ত অবশ্য মিছিলে অংশ নেন বিপ্লব দেব। জনতার বাঁধভাঙা উচ্ছাসের কারণেই অনুমতিবিহীন রোড শোটে অংশ নেওয়া বলে জানান বিপ্লব দেব।

জল্পনা অব্যাহত রেখে রবিবাসরীয় সকালে পাওয়ারের বাড়িতে বিজেপি সাংসদ

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক জল্পনা থামার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে। রবিবাসরীয় সকালে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় কাকডে। এদিন সকালে জল্পনা অব্যাহত রেখে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ারের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি সাংসদ। সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে দুই নেতার বৈঠক রাজনৈতিক মহলে জল্পনা উস্কে দিয়েছে। যদিও বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় কাকডে জানিয়েছেন যে ব্যক্তিগত কারণেই তাঁর শরদ পাওয়ারের কাছে আসা।

উল্লেখ করা যেতে পারে শুক্রবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঘুমতে গিয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরে। এর কারণও ছিল যথেষ্ট। ওদিন এনসিপি, কংগ্রেস এবং শিবসেনা রাজ্যে সরকার গড়তে ঐক্যমত্যে পৌঁছয়। কিন্তু শনিবার সকালে রাজনৈতিক চমক দিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলান অজিত পাওয়ার। পুরস্কার স্বরূপ রাজভবনে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে দেখা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী পদে যথারীতি শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। এরপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্র জানান অজিত সঙ্গে বিজেপি জোট বেঁধে রাজ্যবাসীকে স্থায়ী সরকার উপহার দেওয়া হয়। রবিবার মহারাষ্ট্র নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে বিজেপির সাংসদের সঙ্গে শরদের বৈঠক জল্পনা উস্কে দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রীর কনভয়, নিহত দুই

জলগাঁও(তেলেঙ্গানা), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রীর কনভয়। নিহত দুই। পাশাপাশি গুরুতর আহত তিন।

শনিবার রাতে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী এরোবেল্লি দয়াকরের কনভয় হায়দরাবাদ-ওয়াঙ্গগল সড়ক ধরে পাল কুর্তোর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গুরুতর জখম হন গাড়ির মধ্যে থাকা পাঁচজন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির থেকে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা গাড়ির চালক পার্থসারথী(৩০) এবং তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা এক কর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গাড়ির মধ্যে থাকা অপর তিন আরোহী গনমৌন সুরেশ, তাতা রাও এবং সিভা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে যে কনভয়ের একটি গাড়ি উল্টে গেলেও মন্ত্রীর কিছু হয়নি। তিনি অক্ষত রয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা জলগাঁওয়ের সরকারি হাসপাতালে হচ্ছে।

সুপ্রিম নির্দেশ মেনে নেবে বিজেপি দাবি আশিস

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) মহারাষ্ট্র নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা মেনে নেবে বিজেপি বলে রবিবার জানিয়েছেন আশিস শেহলার। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ৩০ দিন সময় দিয়েছে।

এদিন বিজেপি নেতা আশিস শেহলার জানিয়েছেন, ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে গরিষ্ঠতা প্রমাণ করবে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দেবে, তা মেনে নেওয়া হবে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের কাছে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের আর্জি করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু শুনানি প্রক্রিয়া সোমবার নিয়ে যায় দেশের শীর্ষ আদালত। তাতে খুশি আশিস শেহলার।

উল্লেখ করা যেতে পারে তিন রাজনৈতিক দলের তরফে দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে অবিলম্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ জারির আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজভবনে রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারির তত্বাবধানে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অজিত পাওয়ারের শপথগ্রহণের বিরোধিতা করা হয়েছে। এদিন সকাল ১১টা ৩০মিনিট নগাদ এই মামলার শুনানি শুরু হবে। বিচারপতি এন ভি রামানা, অশোক ভূষণ, সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার কাছে সরকার গঠনের জন্য বিজেপিকে আমন্ত্রণ করা পত্র এবং সমর্থিত বিধায়কদের সই করা নথি সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে পেশ করতে বলে।

বাজারে ১০০ টাকা কিলো পেঁয়াজ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): বেড়েই চলেছে পেঁয়াজের দাম। রবিবার কলকাতার বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজের দাম পৌঁছল ১০০ টাকায়। পেঁয়াজের লাগামছাড়া দামে পকেটে টান মধ্যবিত্তের। চিন্তায় মার্কেটের পেঁয়াজ পট্টির ব্যবসায়ীরাও। যদিও আজ আলুর দাম ২৪ থেকে ২৬ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

পুজোর মরশুমের আগে থেঠেই দেশজুড়ে বাড়তে শুরু করেছিল পেঁয়াজের দাম। এবার মহার্ঘ পেঁয়াজ। শহরের সমস্ত বাজারেই পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া। বিক্রেতাদের দাবি , ভিন রাজ্য থেকে পিয়াজ আমদানিতে টান পড়াতেই বাজার গরম। ফেলে হেঁশেলে আগুন।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে একই ছবি। মে মাসের আগেও খুচরো বাজারে ৩৫ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল পেঁয়াজ। দাম দ্বিগুণ হওয়ায় জেরবার ক্রেতারা। পশ্চিমবঙ্গে পেঁয়াজ উৎপাদন কম হয়। মহারাষ্ট্রের নাসিক, কর্ণাটকের মাকলি ও অন্ধ্রের কুরনুল থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। চলতি বছরে অতি বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি নাসিক ও মাকলিতে। ক্ষতি হয়েছে পেঁয়াজ চাষ। এর জেরে উৎপাদন তলানিতে। যার প্রভাব পড়েছে পাইকারি বাজারে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি ও পরিবহণগত নানা সমস্যা। নাসিক থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মধ্যপ্রাচ্যে পেঁয়াজ রফতানি গত কয়েক বছরে বেড়েছে। এর জেরে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহে টান পড়েছে।

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী রাম বিলাস পাসওয়ান রাষ্ট্রায় সংস্থা এমএমটিসিকে এক লক্ষ টন পেঁয়াজ আমদানির নির্দেশ দিয়েছেন। পেঁয়াজের খুচরো দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি বলে জানা গেছে।

ফের উদ্ধার মাদক ট্যাবলেট, গ্রেফতার ১

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): কলকাতায় ফের উদ্ধার হল মাদক ট্যাবলেট । গ্রেফতার করা হয়েছে ভদ্রকালীর বাসিন্দা এক মাদক বিক্রেতাকে । নাইট ক্লাবগুলোতে পার্টি ড্রাগ সরবরাহ করত সে । গোপন সূত্রে খবর আসে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের কাছে । তারপর থেকেই ড্রাগ বিক্রেতাদের খোঁজ শুরু করে গোয়েন্দারা । গতরাতে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা । গ্রেফতার করা হয় ড্রাগ বিক্রেতাকে । উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে এমডিএমএ ড্রাগ। এমডিএমএকে একস্ট্যাসি

ছয়ের পাতায়

আগুনে ভস্মীভূত আসবাব ব্যবসায়ীর বাড়ি, ঘটনাস্থলে দমকল

কাসগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবাসরীয় সকালে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তরপ্রদেশের কাসগঞ্জের সোরন গেট এলাকায়। আগুনে ভস্মীভূত আসবাব ব্যবসায়ীর বাড়ি। পুড়ে ছাই লক্ষাধিক টাকার কাঠের আসবাব। কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে দমকল।

এদিন সকাল সাতটা নাগাদ রাজীব ভরষনে নামে এক কাঠের আসবাবের ব্যবসায়ীর বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির মধ্যে থাকা বহুমূল্যের আসবাব। বাড়ির ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল। কি কারণে আগুন তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। আগুন লাগার কারণে কেউ হতাহত হয়নি বলে খবর। পরিবারের তরফে দাবি বাড়িতে এক লাখের মতো নগদ টাকা ছিল। আগুনের গ্রাসে, তা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

ছয় বছরে ৩৩ জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিগত ছয় বছরে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তানে ৩৩ জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল ফ্রিডম নেটওয়ার্কের রিপোর্টে।

ফ্রিডম নেটওয়ার্কের এই রিপোর্টকে সমর্থন করেছে পাকিস্তানের একাধিক সাংবাদিকদের সংগঠন। এই রিপোর্টে জানা গিয়েছে বিগত কয়েক বছরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৭১ জন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। পাশাপাশি ৭৭ জনের চোট সামান্য ছিল। ১৮জনকে গ্রেফতার এবং ২৬জন সাংবাদিককে আটক করেছে সে দেশের পুলিশ। রিপোর্টার্স উইথআউট বডার্সের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম ইনডেক্স ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪২ নম্বর স্থানে রয়েছে পাকিস্তান।

পাকিস্তান ক্রিশ্চিয়ান পোস্টের তরফে মানজুর আহমেদ জানিয়েছেন, এই পরিসংখ্যান থেকে এটা প্রমাণিত যে সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতা বেহাল অবস্থা পাকিস্তানে। সে দেশের সেনা এবং গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রশাসনিক কাজে ছড়ি ঘোরানোর জন্যই যে এই অবস্থা, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

কালিয়াগঞ্জ: বুথে বুথে পৌঁছে যাচ্ছে ইভিএম মেসিন

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর (হি.স): রাত পোহালেই রাজ্যের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রের ভোট। চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। গত শনিবারই শেষ হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার পর্ব। আগামীকাল সকাল থেকে যথা সময়ে শুরু হবে তিন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট প্রক্রিয়া। রবিবার ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রের ৪০ শতাংশ বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরইমধ্যে বুথে বুথে পৌঁছে যাচ্ছে ইভিএম মেসিন।

তিন বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোট প্রক্রিয়া শুরু হবে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময় ও নিয়মবিধি অনুসারে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা নির্বাচন দফতর। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রবিবার রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজে বসা ডিসিআরসি থেকে ভোটকর্মীরা ভোট গ্রহন সামগ্রী নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বুথে বুথে রওনা হয়েছেন। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার ২৭০ টি বুথে মোট ১৫৭৮ জন ভোটকর্মী ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার মোট ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৬৯ জন ভোটার আগামীকাল নিজেদের ভোটদানের মাধ্যমে ৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারন করবেন। নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন সম্পন্ন করতে ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পাশাপাশি থাকছে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশও। ভোট উপলক্ষ্যে যে কোনওরকম হিংসা ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ রুখে দিতে গত শনিবারই এলাকায় রুট মার্চ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শাসক বিরোধী তরজায় তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। তিন বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে খড়গপুর ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা ছাড়াও করিমপুর কেন্দ্রে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যেই এক হাত নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

ভারতীয় সংবিধানে ২২টি ছবির পরিবর্তে ২ টি ছবি, বাকি ছবি কোথায় প্রশ্ন পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠর

কলকাতা,২৪ নভেম্বর (হি স):ভারতীয় সংবিধানে আগে ২২টি ছবি ছিল।কিন্তু বর্তমানে দুটো ছবি রয়েছে।সংবিধান থেকে কারা সরালো ছবি!কাদের কাজ এটা !আজ রবিবার রবীন্দ্র অকাকুরা ভবনে হাওড়ার লিয়ন্স এম ক্লাবের তরফে এক টক শোতে এমনটাই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ।

পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠর কথায়, "ভারতীয় সংবিধানে আগে ২২টি ছবি ছিল। তাতে রাম সীতার পাশাপাশি, হনুমানজির এমনকি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সহ গান্ধীজিরও ছবি ছিল।কিন্তু বর্তমানে দেখছি দুটো ছবি। বাকি সব ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।কিন্তু আমার প্রশ্ন বাকি ছবি গুলো গেল কোথায়উকারাকরলো এই কাজ।এই নিয়ে আওয়াজ তোলা উচিত।আর সেই জন্য ভারতীয় সংবিধানকে অপরিবর্তিত রেখে তাকে নতুন করে রূপায়নের দাবী জানাচ্ছি"উ

তিনি আরও বলেন,"দেশের সব নাগরিক সমান। হিন্দু - মুসলিম ধর্ম বিভেদ না করে সকলকের এক হওয়া উচিত। জাত -ধর্ম এইসব বিভেদ না করে সঠিক দেশ তৈরী করা উচিত। আমরা বেশিরভাগ সময়ে নিজেদের দোষ দেখিনা।জল নষ্ট আমরা করি দোষ দিই প্রধানমন্ত্রীকে।গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি আমরা করছি দোষ দিচ্ছি রাজনতিবিদদের।

এইসব ধারণা বদলাতে হবে। যত দিন না সমাজ বদলাবে ততদিন এই ধারনা বদলাবে না।কোনও বিষয়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার আগে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি সেটা খতিয়ে দেখেই সেই বিষয়কে বিশ্বাস করা উচিত।ভারতকে নম্বর ১ করতে গেলে অন্ধ বিশ্বাসকে দুর করতে হবে।রাজনৈতিক ভারত না হলেও সাংস্কৃতিক ভারত সব দেশে আছে বলেই আমি মনে করি"।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা আরএসপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬।

দীর্ঘকাল যাদবপুরের রিজেন্ট এস্টেটের বাসিন্দা। জমি অধিগ্রহণ কান্ডে বাম সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ক্ষিতিবাবু। মাঝে মাঝে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামতের দিতেন সংবাদমাধ্যমের কাছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে গলায় অস্ত্রোপচারের জন্য ১৭ নভেম্বর চেন্নাই যান। ২০শে অস্ত্রোপচার হয়। এদিন ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী সুনন্দা গোস্বামী রাজ্য সরকারের ডিএন দে হোমিওপ্যাথি কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ করতেন। যুক্ত ছিলেন এপিডিআর এবং আরএসপি-র সঙ্গে। যদিও ১৯৯৩-'৯৪ সালে আরএসপি-র সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া ছিন্ন হয়ে যায়।

মৃদুভাষী, স্বল্পবাক ক্ষিতিবাবু ছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের পূর্তমন্ত্রী। অনেক সময় ফ্রন্টবিরোধী মন্তব্য করে রাজনৈতিক আলোড়ণ তুলেছেন। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব ছেড়ে দেন সিপিএমের মালিনী ভট্টাচার্য। ওই দায়িত্ব সুনন্দাদেবী গ্রহণ করলে ফের প্রশ্ন ও বিতর্ক ওঠে। ১৯৯৬-এ পরাজিত করেন কংগ্রেসের সুখেন্দুশেখর রায়কে। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ছিলেন ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী। ২০১৮-র ডিসেম্বর মাসে হন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

ভারতীয় সংবিধানে ২২টি ছবির পরিবর্তে ২ টি ছবি, বাকি ছবি কোথায় প্রশ্ন পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি স) : ভারতীয় সংবিধানে আগে ২২টি ছবি ছিল। কিন্তু বর্তমানে দুটো ছবি রয়েছে।সংবিধান থেকে কারা সরালো ছবি! কাদের কাজ এটা! আজ রবিবার রবীন্দ্র অকাকুরা ভবনে হাওড়ার লায়েন্স ক্লাবের তরফে এক টক শোতে এমনটাই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ।

পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠর কথায়, ”ভারতীয় সংবিধানে আগে ২২টি ছবি ছিল। তাতে রাম সীতার পাশাপাশি হনুমানজির এমনকি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সহ গান্ধীজিরও ছবি ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখছি দুটো ছবি। বাকি সব ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন বাকি ছবিগুলো গেল কোথায়ঊ কারা করল এই কাজ।এই নিয়ে আওয়াজ তোলা উচিত। আর সেই জন্য ভারতীয় সংবিধানকে অপরিবর্তিত রেখে তাকে নতুন করে রূপায়নের দাবি জানাচ্ছি”ঊ

তিনি আরও বলেন, ”দেশের সব নাগরিক সমান। হিন্দু - মুসলিম ধর্ম বিভেদ না করে সকলকের এক হওয়া উচিত। জাত -ধর্ম এইসব বিভেদ না করে সঠিক দেশ তৈরি করা উচিত। আমরা বেশিরভাগ সময়ে জিদের দোষ দেখিনা।

জল নষ্ট করি, আর দোষ দিয়ে থাকি প্রধানমন্ত্রীকে। গাছ কেটে পরিবেশের ক্ষতি করি আমরা, দোষ দিচ্ছি রাজনীতিবিদদের।

এইসব ধারণা বদলাতে হবে।

যতদিন না সমাজ বদলাবে, ততদিন এই ধারনা বদলাবে না। কোনও বিষয়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার আগে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি সেটা খতিয়ে দেখেই, সেই বিষয়কে বিশ্বাস করা উচিত। ভারতকে প্রথমস্থান অর্জন করতে গেলে অন্ধ বিশ্বাসকে দুর করতে হবে। রাজনৈতিক ভারত না হলেও, সাংস্কৃতিক ভারত সব দেশে আছে বলেই আমি মনে করি”।

বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া মেট্রোর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): বিপর্যয় মোকাবিলায় মহড়া মেট্রোর। রবিবার সকালে চাঁদনি চক ও এসপ্ল্যানেড মেট্রোর মাঝে শুরু হয় মহড়া। মূলত আগুন লেগে গেলে বা মেট্রো থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেলে তার কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়েই এদিন চলে মহড়া। এমনিতে রবিবার মেট্রো শুরু হয় একটু দেরিতে। ফলে সকালের সময়টা হাতে ছিল। তাই মহড়ার সময় হিসেবে সকালটাকেই বেছে নেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্তারা। মেট্রো সূত্রে খবর, মেট্রো থেকে আগুনের ফুলকি বা ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়, তবে কী করা হবে, তা নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্তারা মেট্রোকর্মীদের খুঁটিনাটি নির্দেশ দেন। এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় ইস্যু। সেক্ষেত্রে জরুরি কালীন দরজা খুলে কীভাবে তাদের বের করে দেওয়া হবে জানানো হয় তাও। মেট্রো সূত্রে খবর, বিপর্যয়ের সময় যদি কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার জন্য মেট্রো স্টেশন গুলোতে মজুত থাকবে স্ট্রেচার ও অক্সিজেন সিলিন্ডার। প্রয়োজন পড়লে স্ট্রেচারে করে অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হবে স্থানীয় হালপাতালে। কীভাবে স্ট্রেচারে করে অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হবে তারও মহড়া হয় এদিন। এছাড়া স্টেশন গুলোতে ফাস্টএডেরও ব্যবস্থা থাকছে। যাতে টানেলের মধ্যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তাড়াতাড়ি উদ্ধার কাজ শুরু করা যায় । এছাড়া বিপর্যয়ের সময় কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন তার জন্য কেমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এদিন। তাই মেট্রো টানেল গুলোতেও আলোর যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেট্রোয় বিভ্রাট এখন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যেই নানা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভুভোগী হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। যাত্রীরা প্রতিবারই অভিযোগ করেন, এসব ঘটনা মোকাবিলায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভোগপুর স্টেশনে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন মোটরবাইক চালক

ভোগপুর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.):রবিবার ভোগপুরে যাত্রীবাহী চলন্ত ট্রেনের সামনে একটি মোটরবাইক চলে আসার ঘটনায় বড়সড় বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচল বহু যাত্রী। রবিবার বেলার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণপূর্ব রেলের পূর্ব মেদিনীপুরের ভোগপুর স্টেশনের কাছে।

তবে অল্পের জোরে প্রাণে বেঁচে যায় মোটর বাইক চালক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন এক ব্যক্তি মোটর বাইক নিয়ে ভোগপুর রেল স্টেশনের কাছে লাইন পারাপার করতে যায়

সেই সময় আচমকাই হাওড়ার দিক থেকে একটি লোকাল ট্রেন ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে ওই ব্যক্তি বাইকটি লাইনের ওপর ফেলে রেখে পাশে লাফ মারে। ততক্ষণে ট্রেনটি প্রচন্ড গতিতে বাইকে ধাক্কা মারে।

এরপর বাইকটি ট্রেনের তলায় জড়িয়ে গেলে সেটি ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে ট্রেনটির ইঞ্জিনও বিকল হয়ে যায়।

তীব্রতা ৬.৩

আটের পাতার পর

সুনামিরও কোনও আশঙ্কা নেই বলে জানা গিয়েছে। তবে আফতার শক হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। প্রসঙ্গত শনিবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়। রিখটার স্কেলেএর তীব্রতা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশি হলেও, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। রাত পর্যন্ত প্রাণহানিরও খবর পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

বৈঠক মিমির

আটের পাতার পর

হাসপাতালকে আরও কার্যকরী করার আর্জির উত্তরে স্পষ্ট বললেন, “দ্যাখো এই ব্যাপারটা আমার কিছু করা অসুবিধার। ওটা অরূপ বিশ্বাস দেখেন।“ আবার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে জঞ্জালমুক্ত করার আর্জি প্রসঙ্গে এক সাংবাদিককে বললেন, “এটা তো স্থানীয় কাউন্সিলারই করতে পারেন। ওঁকে বলো! ভ্যাট থাকতে লোকেরাই বা কেন যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলছে?“ কখনও আবার মিমি বললেন, “কী বলব? হিউম্যানিটি না থাকলে তো আমি ইঞ্জেক্ট করতে পারব না! বছর বছর এ রকম চলছে! জোর করে বদলাতে গেলে সব ওলোটপালট হয়ে যাবে।“

মাটির বাড়ি

দুইয়ের পাতার পর

ঘটনা ঘটে রবিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ।জানা গিয়েছে এদিন খড়ের বাড়িটি বাইরে থেকে বন্ধ ছিল।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই বাড়িটিতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।বাড়িতে থাকা হাঁস, মুরগি গুলিও পুড়ে মরে যায়।দমকলের ইনজিন ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই বাড়িটি পুরো পুড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সত্যরঞ্জন বারিক বলেন ’ওই পরিবারটি খুবই গরীব।পুরো ঘরটি পুড়ে গিয়েছে।ওই পরিবারটি যাতে সাহায্য পায় তার জন্য প্রশাসন পাশে রয়েছে।’

গ্রেফতার ১

পাচের পাতার পর

ট্যাবলেট বলা হয় । মাদকাসক্ত পার্টি হপারদের কাছে এটি ”মলি” নামেও পরিচিত । এমডিএমএর রয়েছে একাধিক কোড নেম । স্প্রাইট, নাইক, ফেসবুক নামেও ডাকা হয় এই ড্রাগটিকে । মূলত, নাইট ক্লাবগুলোতেই ব্যবহার করা হয় এই মাদক ।

গতরাতে রাসেল স্ট্রিটে বেঙ্গল ক্লাবের কাছে আটক করা হয় হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আদিত্য ডি শিখওয়ালকে । তল্লাশি চালিয়ে ৩৯ বছরের এই ব্যক্তির কাছে উদ্ধার হয় সাত প্যাকেট এমডিএমএ । আন্তর্জাতিক বাজারে এই ড্রাগের প্রতি গ্রামের দাম ৬ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে । আদিত্যকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের কাছে উদ্ধার হওয়া মাদকের দাম কয়েক লাখ টাকা বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা । আদিত্য ওই মাদক কার কাছ থেকে পেয়েছে, কার কাছে ওই মাদক সে বিক্রি করতে এসেছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ।

আসাদুজ্জামান

তিনের পাতার পর

কত হবে তা আইনে লেখা আছে। (সেই জরিমানা) কমার কোনো প্রশ্ন আসে না, সর্বোচ্চ লিমিটের বিষয়ে জজ সাহেব ব্যবস্থা নেবেন, আমরা সিলিং দিয়েছি সর্বোচ্চ, তিনি ইচ্ছা করলে কোন জায়গায় যেতে পারেন সেটা তার এখতিয়ার।

পরিবহন শ্রমিকদের আইনের বিভিন্ন ধারা জামিনযোগ্য করার দাবি ছিল-এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মন্ত্রী বলেন,এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এটি আরও বৃহৎ আকারে আলোচনা হবে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,আরেকটি জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই- আইনটি বাস্তবায়নের আগে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করে দিয়েছিলেন। আমি, আইনমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী মহোদয়- আমরা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা সুপারিশ দিয়েছি। সেই সুপারিশ সড়ক পরিবহনমন্ত্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী অ্যাকশনে যাবেন।

সভায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি শাজাহান খানসহ টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

খোঁজ মিলল বাঘাযতীনের নিখোঁজ ছাত্রের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): শেষ পর্যন্ত খোঁজ মিলল বাঘাযতীনের নিখোঁজ ছাত্রের। গতকাল রাত ৯টা নাগাদ যাদবপুরের রাম ঠাকুরের মন্দিরে কাছেই পাওয়া যায় শিশুটি শ্রেষ্ঠাংশু পোদ্দারকে। উদ্ধারের সময়ে মুখে মাস্ক পরা ছিল তার। বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল ওই পড়ুয়াকে। যদি উদ্ধারের পর কোনও কথাই বলেনি সে। কার্যত চুপ করেই ছিল শ্রেষ্ঠাংশু। শ্রেষ্ঠাংশু নিজে থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল না তাকে অপহরণ করা হয়েছিল তাও এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ আপাতত পরিবারের লোকজনের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছে ছাত্রকে। জানানো হয়েছে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠলেই তার সঙ্গে কথা বলবে পুলিশ। শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ নীচে যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরোয় বছর দশেকের শ্রেষ্ঠাংশু পোদ্দার। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। পরে জানা যায়, বাড়ির নীচের দোকানে যায়নি শ্রেষ্ঠাংশু। কিছু দূরে একটি ওষুধের দোকানে ৪০ টাকা দিয়ে দুটি কাপড়ের মাস্ক কেনে সে। কিছুদিন আগেই মায়ের কাছে বোর্ডিং-এ যাওয়ার আর্জিও জানায় ওই শ্রেষ্ঠাংশু। কান্নাকাটিও করে সেদিন। মনের দুঃখের কথাও বলে বাবা মাকে। তবে কী কারণে মন খারাপ হয়েছিল তার, তা এখনও জানা যায়নি। কেনই বা হঠাৎ মাস্ক কিনলো শ্রেষ্ঠাংশু তাও ভাবাচ্ছে তদন্তকারী অফিসারদের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নেতাজীনগর থানার পুলিশ। তাঁরা শ্রেষ্ঠাংশুর সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবে বলে জানিয়েছে।

শাশুড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

হয় খোয়াই থানার পুলিশ।

বাকি অভিযুক্তরা এখনো অধরা। গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা রাজ্যে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এটি একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

পিত্রায়

● **প্রথম পাতার পর**

করে স্থানীয় গাড়ি করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এই এলাকা দিয়ে সবসময়ই গাড়ি চলাচল করে তবে এই প্রথম এতবড় দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে জানান স্থানীয় এলাকাবাসী কার্তিক দেবনাথ।

মাতাবাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর**

উপর ভিত্তি করে মাতাবাড়িতে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে, গত ৮ নভেম্বর সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। মাননীয় সুপ্রিমকোর্টের এই রায়ের কপি শুক্রবার গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুণ কান্তি দেবনাথের কাছে আসলে, রবিবার থেকে পুনরায় মাতাবাড়িতে পাঠা বলি শুরু করার নির্দেশ দিলে রবিবার থেকে যথারীতি মাতাবাড়িতে পাঠা বলিশুরু হয়।

এই ব্যাপারে মাতাবাড়ির প্রধান পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী জানান, এই পাঠা বলি মায়ের পূজার অঙ্গ তাই রবিবার থেকে পাঠা বলি শুরু হওয়ায়, মায়ের পূজা এখন পুনরায় সম্পূর্ণ হবে। এদিকে বলি চালু হওয়াই খুশি মাতাবাড়িতে বলি দিতে আসা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মপ্রাণ মানুষ।

সুপ্রিম কোর্ট

● **প্রথম পাতার পর**

শরদ পওয়ারই আমার নেতা। আমাদের বিজেপি-এনসিপি জোট আগামী পাঁচ বছর মহারাষ্ট্রের জনগণকে সুন্দর এবং সুস্থ সরকার দেবে।’ আর এই টুইট ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে এনসিপির তরফ থেকে অজিত পওয়ারকে দল বিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কারের কথা জানানো হয়। সূত্রের খবর, দলের এই সিদ্ধান্তে সায় দেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারও। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে অজিতের এহেন টুইট ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। এই টুইটের আগেই অজিত পাওয়ার আরও একটি টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান। আর এরপরেই শরদ পাওয়ারকে ‘নিজের নেতা’ বলে টুইটকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আস্থা ভোট আজ নয় বরং এই বিষয়ে আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দেবেন্দ্র ফড়ণবীসকে স্বস্তি দিয়ে রবিবারের বদলে আস্থা ভোটের সম্ভাবনা আগামীকাল। রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি সরকার গঠনের যে সম্মতিপত্র দিয়েছিলেন কেন্দ্রকে আগামীকাল তাও পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

আইনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

মর্মান্তিক মৃত্যু ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র তোলে ধরেছে। মানুষের হাহাকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষের রোজগার কমে গেছে, অথচ ত্রিপুরা সরকার কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এদিকে, কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিকও সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের নিন্দায় মুখর হয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কাজ ও খাদ্যের অভাব আজ আবারো প্রমাণিত হয়েছে। চারজন মানুষের মৃত্যুর জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারকে দায়ী করেছেন।

বিরোধীদের সমালোচনায় বিদ্ধ ত্রিপুরা সরকার অবশেষে ওই মৃত্যু নিয়ে মুখ খুলেছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, উপজাতি জমি কিনে ফেঁসে গিয়েছিলেন পরেশ তাঁতি। তাই, মানসিক অবসাদ থেকে নিজের দুই সন্তানকে প্রাণে মেরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর কথায়, এক পরিবারের চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা কারোরই উচিত নয়, বিরোধীদের নিশানা করে বলেন তিনি।

এদিন তিনি সরকারি তথ্য তুলে ধরে বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকাশ তাঁতি ২৫ দিন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৬ দিন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত ৫০ শ্রম দিবস রেগার কাজ পেয়েছিলেন। তাছাড়া, ওই পরিবার বিপিএল-ভুক্ত ছিল। তাই, প্রতি মাসেই তাঁরা রেশনের সামগ্রী তুলতেন। আইনমন্ত্রীর দাবি, ওই পরিবারের চারজনের অনাহারে মৃত্যুর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং, প্রকাশ তাঁতির শ্বাশুড়ি অঞ্জলি তাঁতি জানিয়েছেন, উপজাতির জমি কিনে এবং ওই জমির একটা অংশ এক ব্যক্তিকে গাঁজা চাষের জন্য দিয়ে ফেঁসে গিয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের ক্রমাগত হুমকির জন্যই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন প্রকাশ। তাই, ওই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁদের।

আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিন বছর আগে পূর্ব সিমনা নিবাসী প্রসন্ন দেববর্মার কাছ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে ১ কানি জমি কিনেছিলেন প্রকাশ তাঁতি। কিন্তু, উপজাতির জমি হওয়ায় ওই হস্তান্তর করা যাচ্ছিল না। এদিকে, তিন মাস আগে প্রকাশ তাঁতি ওই জমির তিন গন্ডা জায়গা স্থানীয় পদ্ম দেববর্মাকে ৭ হাজার টাকার বিনিময়ে গাঁজা চাষের জন্য দিয়েছিলেন। ওই খবর পেয়েই ঝামেলা শুরু হয়। আইনমন্ত্রী বলেন, জমির মালিক গাঁজা গাছ কেটে ফেলেন এবং পরেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। অন্যদিকে, পদ্ম দেববর্মাও পরেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছিলেন। তাতে, তিনি কিছুদিন যাবৎ প্রচন্ড মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। আইনমন্ত্রী দাবি করেন, ওই মানসিক অবসাদ থেকেই নিজের দুই সন্তানকে প্রাণে মেরে স্বামী-স্ত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতের শ্বাশুড়ি অঞ্জনা তাঁতি এই সমস্ত বিষয় আমাদের জানিয়েছেন, বলেন আইনমন্ত্রী।

তিনি আজ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, অভাবের কথা বলে বিরোধীরা নাটক করছেন। তাঁদের কাজ শুধুই মৃত্যু খোঁজা। আমরা মৃত্যু কামনা কারিনা।

পথেই

● **প্রথম পাতার পর**

সাথে কথা বলেন। এই প্রয়াস বৈঠকে মহিলা গঠিত অপরাধ, নেশা মুক্ত সমাজ, সাইবার ক্রাইম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পুলিশের মহানির্দেশক সাংবাদিকদের জানান বিগত দেড় বছরে বিরাট সাফল্য রাজ্য পুলিশ কুড়িয়েছে। বড়ো বড়ো নেশা মাফিয়াদের জালে তোলার পাশাপাশি লাগাতর অভিযানে বিশাল পরিমাণে নেশা সামগ্রি ধরা পড়েছে। তাছাড়া প্রতিটি থানা এলাকায় ২০ জন করে টিএসআর দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুত অপরাধ দমন করা যায় বলে জানালেন পুলিশের মহানির্দেশক। অনুষ্ঠান শেষে গরীব দুস্থ ছাত্রীদের স্কুলের ব্যাগ,বই,খাতা ও কলম প্রদান করা হয় কদমতলা পুলিশের তরফ থেকে। উপস্থিত অতিথিরা দোস্ত কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এগুলি তুলে দেন।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

দেন চুড়াইবাড়ি থানার এস আই সাধন মজুমদার।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ধর্মনগর মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর সহ ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের এসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট প্রিয়ব্রত ভেরুয়া সহ বিএসএফ আধিকারিক গন।তারপর গোপন বক্সের ভেতর থেকে ৮৮ প্যেকেট নেশাজাতীয় গাঁজা উদ্ধার করেন পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ান।প্রতি প্যেকেটে ১০ কেজি করে মোট ৮৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ান। যার বাজারমূল্য প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা। সাথে আটক করা হয় ইলেভেন জিরো নাইন মিনি ট্রাক চালককে। ধৃত চালকের নাম বাদল দেব (৩৯) পিতা মৃত পরেশ দেব।তেলীয়ামুড়ার মহারানীর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয়গাঁজা সহ ট্রাক ও ট্রাক চালককে চুরাইবাড়ি থানার হেফাজতে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি একটি এনডিপিএস এক্টে মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

অপরদিকে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর জানান, বিএসএফ ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চের গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে একটি মিনি ট্রাক থেকে ৮৮ প্যেকেটে মোট ৮৮০ কেজি নেশাজাতীয় গাঞ্জা উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত গাঁজা বাজার মূল্য প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মহকুমা আধিকারিক। উনি আরো জানান,মিনি ট্রাক চালক বাদল দেবকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ গাঁজা গুলি চালক তেলীয়ামুড়া থেকে গৌহাটি নিয়ে যাচ্ছিলো। পাশাপাশি একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

আজকের বিপুল পরিমাণে নেশা বিরোধী অভিযানে অনেকটাই সাফল্য কুড়িয়ে নিলো উত্তর জেলার পুলিশ ও ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়ন।

গৃহবধূর

● **প্রথম পাতার পর**

বের হয়ে নিজের স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। কদমতলা থানার এসআই অপু দাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পুলিশি প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে কেরোসিনের একটি ড্রাম এবং দুটি ড্রামের মুখ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর তাতে স্পষ্ট কেরোসিন দিয়ে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে উত্তমার। কিন্তু আশচর্যের বিষয় হলো মৃতার আত্মীয়স্বজনসহ বেলতলা গ্রামের আশপাশে কোন জনগণ ঘটনাস্থলে আসেননি। কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ মৃতার আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী বাড়ির বাইরে থেকে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।অবশেষে মৃতা উত্তমা নাথের অগ্নিদগ্ধ নিথর দেহটি স্বামী ও পুত্র সহযোগে কদমতলা থানার পুলিশ গাড়িতে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে জানা গেছে মৃতা উত্তমা নাথ মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন। স্বামী বিমল কুমার নাথ মাস দুয়েক পূর্বে প্যারালাইজড হয়ে নিজ ঘরে বন্দি। এক ছেলে বিক্রম নাথ মা-বাবাকে দেখাশোনা করত। তবে গতকাল রাতে একমাত্র পুত্র বিক্রম নাথ নিজ বাড়িতে না থেকে পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেছিল। আর সকালবেলা নিজ বাড়িতে এসে মায়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উঠানে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। এমনকি মৃতার দেবর-ভাসুর সহ আত্মীয় পরিজনরাও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। শুধু মুখ খুলতে নারাজ তা নয়, কিভাবে কোথায় আগুন লেগে উত্তমা নাথের মৃত্যু হল সে ব্যাপারেও তারা কিছুই জানেননা। আত্মীয় পরিজনদের মুখ না খোলাতে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে পরিলক্ষিত হলো মৃতার মুখের জিব্বাটি অনেকটা বাইরে বের করা অবস্থায়। শরীরের অধিকাংশই পুড়ে গিয়েছে। মৃতার আত্নীয় স্বজন ও এলাকাবাসীর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করাতে পুলিশ এই ঘটনার কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। তবে এই মৃত্যুটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলেও পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। পাশাপাশি মৃতা উত্তমা নাথের দেবর অমল কুমার নাথ জানান, তারা সকালবেলা বাড়ির উঠানে পড়ে থাকা অবস্থায় মৃতদেহটি দেখতে পান। কিভাবে আগুন লেগেছে বা কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানেন না বলেও জানান। এমনকি কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানেরও একি বক্তব্য।

অপরদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি ওসি আরো জানান, উনারা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন।বর্তমানে গোটা ঘটনাটি রহস্যে মোড়া। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে।

বুধবার

● **প্রথম পাতার পর**

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে। আইনমন্ত্রী আরও জানান, রুদিজলার বিষয়টি যেহেতু রামসা অধীন তাই আইনগত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। কৃষকদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় এমন কোন কাজ করবে না রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে রামসা প্রকল্পটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তিনি জানান, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসবেন। ওইদিন রাতেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বসে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করে নেওয়া হবে। আইনমন্ত্রী স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছেন বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পারবেন কিছু একটা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মেলাঘরের রুদিজলায় জলস্তর বাড়ানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন প্রায় দুই হাজার পরিবার। চাষাবাদের উপরই ওই পরিবারগুলি নির্ভরশীল। রামসা প্রকল্পের অধীনে এই রুদিজলাকে নিয়ে আসায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। ১৯৭১ সালে ইরানে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি কনভেনশন হয়। সেখানে ভারতও প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মূলত ওয়েটল্যান্ড তথা জলাভূমি নিয়ে এই কনভেনশন হয়। কিভাবে ওই জলাভূমিকে রক্ষা করা যায় তার জন্য কিছু গাইডলাইনও রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ভারত ওই কনভেনশনে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৭৫ সালের ২১ ডিসেম্বর দেশে এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাতে দেশের প্রায় পঞ্চাশটি জলাশয় চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রুদিজলা সহ দেশে ৮৭টি জলাশয় চিহ্নিত হয়। সেই মোতাবেক ১৯৯৫ সালে রুদিজলা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। তখন থেকে রামসা প্রকল্পের আওতায় চলে আসে এই রুদিজলা। রামসার অধীনে রুদিজলাকে সংরক্ষিত করা ও সংরক্ষণ সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রামসা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। এরই মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছিল। তখন হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল রুদিজলার জলস্তর ১১ মিটার করার জন্য। কিন্তু, তাও কার্যকর হয়নি। শেষে রাজ্য সরকারকে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যাতে একটি সুবিধাজনক জলস্তর সৃষ্টি করে। তাই রাজ্য সরকার ১০ মিটার জলস্তর করে। তাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে জল জমে যায়। চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গত কদিন ধরেই কৃষকরা আন্দোলন করে আসছে। শনিবার পথ অবরোধ আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন কৃষকরা।

াঙ্গন

ইডেনে বাংলাদেশকে ইনিংসে হারিয়ে ঐতিহাসিক পিঙ্ক বল টেস্ট জয় ভারতের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রত্যাশা মত রবিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশকে ইনিংসে হারিয়ে ঐতিহাসিক পিঙ্ক বল টেস্ট জয় করল ভারত। মুশফিকুরের ব্যাটে ভর করে ইনিংস হারের লজ্জা এড়ানোই তৃতীয়দিন লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ভারতীয় বোলাররা সেই সুযোগটাও দিলেন না। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ১৫২। চলে গিয়েছে ছয়টি মূল্যবান উইকেট। ক্রিজে একা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম (৫৯)। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও দুরন্ত বোলিং ইশান্ত শর্মার। তাঁর পেস অ্যাটাকের সামনে এদিনও অসহায় দেখাল বাংলা টাইগারদের। তিনি ৩৯ রান দিয়ে তুলে নিয়েছেন চারটি উইকেট। তৃতীয়দিনে রবিবার প্রথম সেশনে এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বাকি তিন উইকেট তুলে নিয়ে ইনিংস জয় নিশ্চিত করল কোহলি ব্রিগেড। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে পুনরায় ব্যাট করতে নামলেন না মহমুদুল্লাহ। ৪৩ রানে বাংলাদেশের বাকি ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ইনিংস ও ৪৬ রানে ঐতিহাসিক পিঙ্ক বল টেস্টে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। ম্যাচ হার বাঁচানো সম্ভব না জেনে মুশফিকুরের নেতৃত্বে অন্তত ইনিংস হার বাঁচাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বাংলাদেশের টেল-এন্ডাররা। ৬ উইকেটে ১৫২ রানে খেলা শুরু করে এদিন কোনও রান যোগ না করেই সপ্তম উইকেটের পতন হয় বাংলাদেশের। দিনের তৃতীয় ওভারে উমেশ যাদবের লাফিয়ে ওঠা বল এবাদত হোসেনের ব্যাটের কানায় লেগে জমা পড়ে স্লিপে অধিনায়ক কোহলির আস্তানায়।

এরপর অষ্টম উইকেটে আল আমিন হোসেনের সঙ্গে জুটিতে ৩২ রান যোগ করে আউট হন শেষ ভরসা মুশফিকুর। চোটের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে মাহমুদুল্লাহ ব্যাট হাতে নামতে না পারায় মুশফিকুর ফিরতেই বাংলাদেশের ইনিংস হার নিয়ে সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। দিনের নবম ওভারে যাদবের ডেলিভারি আল আমিনের ব্যাট ছুঁয়ে ঋদ্ধির হাতে জমা পড়তেই যবনিকা পড়ে পিঙ্ক বল টেস্টের। তাও আবার আড়াই দিনেরও কম সময়ে। আর এই জয়ের সঙ্গে একাধিক নজির জমা হল ভারতীয় দলের রেকর্ডবুকে। প্রথম টেস্ট দল হিসেবে টানা চার ম্যাচ ইনিংসে জিতে নয়া রেকর্ড গড়ল বিরাটের ভারতের। পাশাপাশি টানা সাতটি টেস্ট ম্যাচ জিতে নয়া নজির গড়ল ভারতীয় দল। টানা ম্যাচ জয়ের নিরিখে এটাই সর্বকালের রেকর্ড ভারতীয় দলের। ক্রিকেটের নন্দনকাননে বিরাটের শতরান প্রাপ্তি গতকাল তো ছিলোই, অধিনায়ক হিসেবে বিরাটের পালকে রবিবার জুড়ল আরও কয়েকটি পালক। অধিনায়ক হিসেবে টানা ১২টি সিরিজ জয়ের পাশাপাশি রেকর্ড ৪টি সিরিজে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করল ভারতীয় দল।

ইডেন টেস্ট জয়ের সুবাদে বিশ্বরেকর্ড গড়ল ভারত

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে জয়ের সুবাদে দু'টি অনবদ্য নজির গড়ে টিম ইন্ডিয়া। এই দু'টি নজিরের মধ্যে এমন একটি বিরল কৃতিত্ব অর্জন করল কোহলি অ্যান্ড কোং, যা আগে আর কোনও দল দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ ইডেনে টেস্ট ক্রিকেটে একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে ভারত।

ইতিহাসের প্রথম দল হিসাবে টানা ৪টি টেস্টে ইনিংস জয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়ে ভারত। পুণেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক ইনিংস ও ১৩৭ রানে পরাজিত করে ভারত। রাঁচিতে পরের টেস্টে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও ২০২ রানে জয় তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ইন্দোরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে এক ইনিংস ও ১৩০ রানে জয় তুলে নেয় কোহলিরা। এবার কলকাতায় টাইগারদের এক ইনিংস ও ৪৬ রানে পরাজিত করে ভারত। বিশ্বের আর কোনও দলই কখনও পর পর চারটি টেস্টে এক ইনিংসের ব্যবধানে ম্যাচ জিততে পারেনি।

ইডেনে বাংলাদেশকে হারানোর সুবাদে ভারত টানা ৭টি টেস্টে জয় তুলে নেয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দু'টি টেস্টের পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তিনটি টেস্ট জিতে নেয় ভারত। এবার বাংলাদেশকে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে টিম ইন্ডিয়া। এটিই এখনও পর্যন্ত ভারতের একটানা টেস্ট জয়ের রেকর্ড। আগে কখনও টানা ৭টি টেস্টে জেতেনি ভারত। ধোনির নেতৃত্বে ২০১৩ সালে একটানা ৬টি টেস্ট (৪টি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ও ২টি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে) জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেদিক থেকে ধোনির রেকর্ড ভেঙে ক্যাপ্টেন হিসাবে নজির গড়লেন কোহলি।

ঘরের মাঠে টানা টেস্ট জয়ের রেকর্ড ইন্দোরেই নিজেদের দখলে নিয়েছিল ভারত। নিজেদের ডেরায় অস্ট্রেলিয়ার টানা ১০টি টেস্ট জয়ের রেকর্ড ভেঙে ভারত পৌঁছে গিয়েছিল ১১ টেস্ট জয়ে। সেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে এবার ১২ করল টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে টানা ১২ ম্যাচে জয় তুলে নিল টিম ইন্ডিয়া।

অলিম্পিকে কঠিন গ্রুপে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে কঠিন গ্রুপে ভারত। শনিবার অলিম্পিকের জন্য পুরুষ হকি দলগুলি গ্রুপ ভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পুল-এ তে রয়েছে গত অলিম্পিকে সোনাজয়ী আর্জেন্টিনা, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া, স্পেনের মতো দলগুলির সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত। এছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে নিউজিল্যাণ্ড ও আয়োজক দেশ জাপান।

অন্যদিকে পুল-বিতে রয়েছে নেদারল্যাণ্ড, জার্মানি, কানাডা, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন। শনিবার এফআইএইচের তরফ থেকে অলিম্পিকের এই দলগত বিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রমতালিকায় বিশ্বের পাঁচ নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত। ওডিশার ভুবনেশ্বরে রাশিয়াকে ১১-৩ গোলে হারিয়ে ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করে মনপ্রীত সিং'য়ের নেতৃত্বাধীন 'মেন ইন ব্লু'। ২০১৬ রিও অলিম্পিকের নিয়মেই আসন্ন ২০২০ টোকিও অলিম্পিকেরও গ্রুপ বিন্যাস করেছে ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল হকি। এক বিবৃতিতে এফআইএইচে'র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'হকি অনুরাগীরা আসন্ন অলিম্পিকে হকির থ্রিলিং এনকাউন্টার দেখতে পাবেন। র্যাং কিংয়ে প্রথম ১৬টি দেশকে নিয়ে এই গ্রুপ বিন্যাস করা হয়েছে। পূর্ববর্তী রিও অলিম্পিকে যে পদ্ধতিতে গ্রুপ বিন্যাস হয়েছিল, এখানেও সেই একই পদ্ধতি মেনেই গ্রুপ বিন্যাস করা হয়েছে।'

ওয়াটলিংয়ের দ্বিশতরানের নজির প্রথম টেস্টে এগিয়ে কিউয়িরা

মাউন্ট মাউনগানুই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বি জে ওয়াটলিংয়ের দ্বিশতরানের নজির গড়লেন। নিউজিল্যান্ডের প্রথম উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিশতরানের নজির গড়লেন। তাঁর দ্বিশতরানে ভর করেই মাউন্ট মাউনগানুইয়ে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড়ে চড়ে বসল নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ৩৫৩ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড তাঁদের ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করল ৯ উইকেটে ৬১৫ রান তুলে। ২৬২ রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থদিনের শেষে মিচেল স্যান্টনারের বিষাক্ত স্পিনে তিন উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ইংল্যান্ড। ব্যাট হাতে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট ঝুলিতে নিয়ে দলের জয়ের সম্ভাবনা উসকে দিলেন স্যান্টনারই। অর্থাৎ, বে ওভালে ম্যাচের রাশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েই অন্তিমদিন মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। আর চতুর্থদিনের শেষে এখনও ২২৭ রানে পিছিয়ে থেকে শেষদিন ম্যাচ বাঁচানোই প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে ইংরেজদের। দেশের প্রথম এবং বিশ্বের নবম উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে চতুর্থদিন বে ওভালে এলিট লিস্টে নাম লেখালেন ওয়াটলিং। উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে একটি ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক রানের রেকর্ড এতদিন ছিল ব্র্যান্ডন ম্যাককালমের ঝুলিতে। ম্যাককালামের ১৮৫ রানের সেই ইনিংসকে টপকে দেশের প্রথম উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে দ্বিশতরানের নজির গড়লেন ৩৪ বছরের ওয়াটলিং। তাঁর ৪৭৩ বলে ২০৫ রানের ম্যারাথন ইনিংস সাজানো ছিল ২৪টি চার ও ১টি ছয়ে।

চতুর্থদিন চা বিরতির আগেই কেরিয়ারের প্রথম দ্বিশতরান পূর্ণ করেন ওয়াটলিং। সপ্তম উইকেটে স্যান্টনারের সঙ্গে তাঁর ২৬১ রানের ইনিংসই পার্থক্য গড়ে দেয় দু'দলের মধ্যে। ২০৫ রানে আর্চারের বলে উইকেটের পিছনে বাটলারের হাতে ধরা পড়েন ওয়াটলিং। পাশাপাশি ২৬৯ বলে স্যান্টনারের কেরিয়ার বেস্ট ১২৬ রানের ইনিংস কিউয়িদের রানের পাহাড়ে চড়তে সাহায্য করে। ওয়াটলিং আউট হওয়ার পরেই ৯ উইকেটে ৬১৫ রানে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে নিউজিল্যান্ড। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হলেও সাত রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ব্যাকফুটে ইংল্যান্ড। ৩১ রানে ফিরলেন রোরি বার্নস। ১২ রানে ফিরলেন ডম সিবলে। এরপর ০ রানে জ্যাক লিচ আউট হতেই যবনিকা পড়ে চতুর্থদিনের খেলায়। তিনটি উইকেটই ঝুলিতে পুরে কিউয়িদের জয়ের স্বপ্ন উসকে দেন স্যান্টনার। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেটে ৫৫।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারাল টটেনহ্যাম হটস্পার

লন্ডন, ২৪ নভেম্ভর (হি.স.) : শনিবার লন্ডন ডার্বিতে টটেনহ্যাম হটস্পারের ম্যানেজার হিসেবে প্রথম জয় পেলেন হোসে মোরিনহো। প্রায় ১১ মাস ফুটবল থেকে দূরে থাকার পর ফের জয় দিয়ে শুরু করলেন অভিজ্ঞ এই ফুটবল মস্তিষ্ক। ৩-২ গোলে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারাল টটেনহ্যাম হটস্পার।

চলতি সপ্তাহের বুধবার মাওরিসিও পোচ্চেটিনোর জায়গা টটেনহ্যাম হটস্পারের ম্যানেজার পদে বসেন হোসে মোরিনহো। শনিবারের ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মেরিনহোকে নিরাশ করেননি হ্যারি কেনরা। ওদিন ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে স্পারসের আপফ্রন্টে তিন ফুটবলারের ১৩ মিনিটের ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল ওয়েস্ট হ্যাম রক্ষণ। পোচেত্তিনোর কোচিংয়ে শেষদিকে যে ছন্দটার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল বারংবার, নয়া কোচের অভিষেক ম্যাচে সেই ছন্দটাই পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন নর্থ লন্ডনের ক্লাবটির আক্রমণের ফুটবলাররা। ৩৬ মিনিটে প্রথম গোল করে এদিন টটেনহ্যামকে এগিয়ে দেন সন হিউং মিন। সাত মিনিট বাদে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার লুকাস মৌরাকে দিয়ে গোলও করান কোরিয়ান স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে ১২ ম্যাচ পর প্রিমিয়র লিগে প্রথম জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় টটেনহ্যাম। বিরতির পর মিনিট চারেকের মধ্যে গোল করে দলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন অধিনায়ক হ্যারি কেন। ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে হেডে গোল করে স্পারসের সর্বকালের সেরা গোলদাতাদের তালিকায় নিজেকে তৃতীয়স্থানে তুলে আনেন তিনি। জিমি গ্রিভস (২৬৬) ও ববি স্মিথের (২০৮) পর ১৭৫ গোল করে তৃতীয়স্থানে রয়েছেন ইংরেজ অধিনায়ক। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ লড়াই ছুঁড়ে দেয় ওয়েস্ট হ্যাম। ৭৩ মিনিটে মিচেল অ্যান্তোনিও এবং অতিরিক্ত সময় অ্যাঞ্জেলো ওগবোন্না গোল করলেও তা ওয়েস্ট হ্যামের সমতা ফেরা বা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অযোধ্যায় এখন একটি বিশাল রাম মন্দির নির্মিত হবে : রাজনাথ সিং

পান্ডু(ঝাড়খন্ড), ২৪ নভেম্বর (হি স) : পৃথিবীর কোনও শক্তি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ আটকাতে পারবে না, রবিবার এমন মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে এদিন তিনি বিশ্রামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার যা বলে তাই করে।

অযোধ্যায় শ্রী রামের জন্মভূমিতে রামলালার মন্দির তৈরির পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন অযোধ্যা জমিতে একটি সুন্দর রাম মন্দির নির্মিত হবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ফ্রান্সের থেকে কেনা শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান রাফালে দিয়ে সীমান্তবর্তী সব জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দেবে ভারত। রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ওই এলাকা। বিশ্রামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বক্তব্য রাখতে গিয়েই তিনি বলেন, "অয্যোধ্যায় একটি বিশালাকার রাম মন্দির তৈরি হবে। পৃথিবীর কোনও শক্তি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ আটকাতে পারবে না। রাম মন্দির নির্মাণের রাস্তা সুপ্রিম কোর্ট প্রশস্ত করে দিয়েছে।" কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, "১৯৫২ সালে ভারতীয় জনতা পার্টীর প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন একই দেশে দু'টি সংবিধান, দু'জন প্রধানমন্ত্রী, দু'টি পতাকা চলতে পারে না। আমরা তাঁর স্বপ্নপূরণ করেছি এবং নির্বাচনের ইস্তেহারে উল্লিখিত সব প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছি।" ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন পাঁচটি দফায় হতে চলেছে।

বিশ্রামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফা অর্থাৎ নভেম্বর ৩০ তারিখে নির্বাচন হবে। ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রামচন্দ্র চন্দ্রবংশী ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে বিশ্রামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন বলেই দল সূত্রে জানা গিয়েছে।

রবিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সাথে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ ২৪ ঘণ্টা হরতাল এনএইইপিডিএ-র গুয়াহাটিতে মিলবে না পেট্রোল-ডিজেল

গুয়াহাটি ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল ২৫ নভেম্বর গুয়াহাটি মহানগরে মিলবে না পেট্রোল ও ডিজেল।

নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া পেট্রোলিয়াম ডিলার অ্যায়োসিয়েশন (এনএইইপিডিএ) এক বিবৃতি জারি করে এ কথা জানিয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেল না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, আগামীকাল ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে গুয়াহাটির সব পেট্রোলপাম্প।

প্রোরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া পেট্রোলিয়াম ডিলার অ্যায়োসিয়েশনের কয়েকটি দাবি পূরণের প্রতি কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি। তাই তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য অয়েল কোম্পানির ওপর চাপ বাড়াতে চব্বিশ ঘণ্টা হরতালের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। জানানো হয়েছে, এদিন ভোর ৫:০০টা থেকে পরেরদিন মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) ৫:০০টা পর্যন্ত গুয়াহাটির সকল পেট্রোলপাম্প বন্ধ থাকবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক মিমির

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : জনাদেশ পেয়ে কেবল লোকসভা অধিবেশনে খবর হতে চান না মিমি চক্রবর্তী। এ কারণে যখন-তখন বেড়িয়ে পড়ছেন নিজের কেন্দ্রে। বেহাল অবস্থা দেখে মুখর হয়ে বিরক্তি তৈরি করছেন দলনেত্রীর ঘনিষ্ঠ তথা প্রভাবশালী মন্ত্রীর। তাতে কী? রবিবার ছুটির দিনে স্থানীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে আন্তরিকভাবে জানতে চাইলেন, কোথায় কী রকম সমস্যা হচ্ছে।

সংসদ অধিবেশন চলাকালীন কলকাতায় তাঁর অফিসে এই সমাবেশ তাঁর কথায়, "নিছকই সৌজন্যমূলক। খবরের জন্য নয়। সত্যি আমি কাজ করতে চাই। না করলেও পাঁচ বছর সাংসদ থাকব।" কথার সঙ্গে কাজের মিল বোঝাতে নামী চ্যানেলের আলোকচিত্রীদেরও সবিনয়ে অনুরোধ করেন, "না আজ নয়! আজ আমি বুঝতে চাই!"

তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের সাত বিধানসভা অঞ্চলে কোথায়, কীরকম সমস্যা হচ্ছে, সমাধানের সম্ভাব্য পথগুলো কী, সাংবাদিকদের কাছে সব শুনলেন। বোঝার চেষ্টা করলেন। সহায়ককে বললেন, সব নোট নিতে। সচিব অনির্বান ভট্টাচার্যকে বললেন, এই আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভব হলে স্থানীয় মানচিত্র-সহ বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের দিন ঠিক করুন।"

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ১৬ লক্ষ ভোটারের একটা বড় অংশ এখনও অনেকটাই গ্রামীন। আজকের আলোচনায় সাংবাদিকরা তুলে ধরেন পূর্ব যাদবপুরের সার্ভে পার্কের রাস্তা থেকে চম্পাহাটির পানীয় জল সমস্যা, ভাঙড়ে শোনপুর ব্রিজ থেকে নিউটাউন যাওয়ার রাস্তার কাজ আটকে থাকা থেকে বারুইপুর-কামালগাজি রাস্তার অব্যবস্থা, কামালঘগাজি-সোনারপুর স্টেশন রোডের রাস্তার মানোন্নয়ন, অটোর ঝামেলা প্রভৃতি হাজার রকম বিষয়।

প্রায় সব কটিতেই অঙ্গীকার করলেন সমাধানের চেষ্টা করবেন। বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে রাজীব কুমার মামলার শুনানি

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স): সোমবার রাজীব কুমার মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে। আগামীকাল সোমবার নতুন প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদের এজলাসে সেই মামলা তালিকা ভুক্ত হয়েছে। গত ১ অক্টোবর কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার স্বস্তি পেয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। চিট ফান্ড মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি এবং বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তর বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির দায়ের করা সেই মামলারই সোমবার বেলা সাড়ে বারোটায় শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

সিবিআই আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছে, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। সম্প্রতি টাওয়ার গোষ্ঠীর মালিক রামেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জামিন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কটক হাইকোর্ট ২১ মাস আগে রামেন্দুকে জামিন দিয়েছিল। সিবিআই কর্তারা মনে করছেন, রাজীব কুমারের মামলায় সওয়াল করার ক্ষেত্রে রামেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জামিন নাকচ করার রায় সহায়ক হতে পারে। এক সিবিআই কর্তার কথায়, 'সারদা মামলায় প্রভাবশালীদের ভূমিকা এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে হলে রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি। সর্বোচ্চ আদালতে আমরা সে কথাই বলব। প্রয়োজনে নথি নতুন প্রধান বিচার পতিকে দেখানো হবে।'

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে চার দিনের রুদ্ধদ্বার শুনানি শেষ হওয়ার পর বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি এবং বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্ত রায় দান স্থগিত রাখেন। ১ অক্টোবর রায় দিতে গিয়ে আদালত বলে, রাজীব কুমার তদন্তে সহযোগিতা করছেন। তাঁকে এই মুহূর্তে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে বলে আদালত মনে করছে না। আদালত বলেছিল, রাজীব কুমারকে যে কোনও তদন্তের জন্য তদন্ত এজেন্সি ডাকতে পারে। ডাকলে রাজীব কুমারকে যেতেও হবে। কিন্তু সিবিআইকে নোটিস পাঠাতে হবে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে।

হাইকোর্টই রাজীব কুমারের উপর থেকে আইনি রক্ষাকবচ সরিয়ে নিয়েছিল। তারপর টানা ১৭ দিন ধরে আদালতে আদালতে ঘোরেন রাজীব কুমার। প্রথমে বারাসত কোর্ট। সেখানে এক্তিয়ারের প্রশ্ন ওঠায় রাজীব কুমারের আবেদন গৃহীতই হয়নি। তারপর বারাসত জজ কোর্ট। জেলা আদালত বলে, সারদার মূল মামলা যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, তাই উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা আদালত এর শুনানি করতে পারে না। তাঁকে আবেদন করতে হলে তা করতে হবে আলিপুর আদালতে। আলিপুর আদালতে যান বর্তমান এডিজি সিআইডি। কিন্তু বড় ধাক্কা খেতে হয় চিটফান্ড তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রাক্তন প্রধানকে। আলিপুর আদালত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

তারপর আলিপুর আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আসেন রাজীবকুমারের আইনজীবীরা। এরমধ্যেই চলতে থাকে রাজীব কুমারের খোঁজে তল্লাশি। দিল্লি থেকে বিশেষ টিমকে কলকাতায় নিয়ে আসে সিবিআই। কিন্তু কলকাতা, কলকাতার উপকণ্ঠ এমনকি পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় হানা দিয়েও রাজীবকুমারের টিকিও পায়নি সিবিআই। চিঠি দিয়ে ডিজি, স্বরাষ্ট্রসচিব, মুখ্যসচিবের থেকে সিবিআই জানতে চায় রাজীব কোথায় ? তাঁর বর্তমান অবস্থান কী ? কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। একের পর এক আদালতে ধাক্কা আর সিবিআইয়ের হন্যে হয়ে তল্লাশি সব মিলিয়ে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলেন এই দুঁদে আইপিএস। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর তাঁর স্বস্তি ফেরে।

এনসিসি একতা, নিয়মানুবর্তিতা ও দেশের প্রতি আনুগত্য শেখায় ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর ।। ৭১তম এনসিসি দিবসে ঘহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি সকল ছাত্রছাত্রীকে এনসিসি-তে এগিয়ে এসে যোগদানের আহ্বান জানান। মায়ের অশ্রুজল কোন সন্তানকে বাঁচাতে পারে না, অর্থ দিয়ে কোন প্রাণ কেনা যায় না, কিন্তু রক্তদানের মাধ্যমে একটি প্রাণকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। তাই রক্তের কোন বিকল্প নাই। এই রক্ত তৈরি করা যায় না। দানের মাধ্যমেই এই রক্তের চাহিদা মেটানো সম্ভব। ৭১তম এনসিসি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভগৎ সিং যুব আবাসে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে বললেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লালনাথ। রবিবার থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এনসিসি ১২ দিনে ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। এনসিসির এই উদ্যোগকে মন্ত্রী রতনলাল নাথ সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, এনসিসি ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠতা, নিয়মানুবর্তিতা, সর্বোপরি দেশ গঠনের মানসিকতা সৃষ্টি করে। সেই কারণে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এতে অংশগ্রহণ করারও আহ্বান জানান তিনি। রতনলাল নাথ বলেন, ১৯৬৫সালের যুদ্ধে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধেও এনসিসি ক্যাডেটরা এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পুলিশ, টিএসআর, সেনাবাহিনী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগে এনসিসি ক্যাডেটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। তাই রাজ্যের স্কুল, কলেজের ছাত্ররা আরওঅধিক সংখ্যকভাবে এনসিসিতে যোগদান করবে এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি সকলকে এনসিসি দিবসে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ১২ দিনের এই ক্যাম্পের সফলতাও কামনা করেন।

রক্তের কোনও বিকল্প নেই। রক্তদান ধনী দরিদ্র, রাজ বহির্রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান রাখে না। ৭১তম এনসিসি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্বোধকের ভাষণে করাগুলি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, এনসিসি দেশের একটি শক্তিশালী যুব সংস্থা। ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে এনসিসি নানাভাবে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেছিল। এনসিসি একতা নিয়মানুবর্তিতা ও দেশের প্রতি আনুগত্য শেখায়। তিনি বলেন, বিভিন্ন স্কুল, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে নেসিসি'র ইউনিট রয়েছে। এনসিসি'র কাজকর্মকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এমন অনেকে রয়েছেন যারা এনসিসি থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে ভারতের সেনাবাহিনীতেও অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের রক্তদান শিবিরে যে রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে তা আমাদের রাজ্যের প্রয়োজনে লাগবে। এখানে মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, গুজরাটের ছেলে মেয়েরাও রক্তদান করছে। এনসিসি'র জন্যই এটা সম্ভব হচ্ছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মোহনপুরে এনসিসি একাডেমি তৈরির লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি জুডিশিয়াল কোর্ট তৈরি হবে। এর জন্য জাগয়া দেখার কাজ শেষ হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাসে এই কাজে হাত দেওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ ই নভেম্বর থেকে ৭১তম এনসিসি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১২দিন ব্যাপী এডভান্স লিডারশিপ ক্যাম্প শুরু হয় ভগৎ সিং যুব আবাসে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গোয়া, গুজরাট ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে ৩০০ জন যুবক-যুবতী শিবিরে অংশ নেয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে ৬৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। শিবিরের অঙ্গ হিসাবে আজ সকালে ৫ কিলোমিটার ফিট ইন্ডিয়া দৌড় আয়োজিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ৩১ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন এনসিসি কর্ণেল এস কে শর্মা।

ভূ-কম্পনে কেঁপে উঠল আলাস্কা, রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৬.৩

জুনেউ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : সপ্তাহ শেষে কম্পন অনুভূত হল আলাস্কায়। রবিবার সাত সকালে কেঁপে উঠল আলাস্কা। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ৬.৩। ভূমিকম্প জোড়ালো হলেও, গভীরতা কম ছিল।জিয়োলজিক্যাল সার্ভে জানাচ্ছে, ভূমিকম্প শক্তিশালী হলেও সুনামির আশঙ্কা নেই। সূত্রের খবর, রবিবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আলাস্কা। ভূপৃষ্ট থেকে ২৫.১ কিনি গভীরে ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া য়ানি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মাণের প্রতিবাদে ৪টি ট্রাক্টরসহ ৬টি গাড়ি আগুন লাগিয়ে দিল মাওবাদীরা

কোন্ডাগাঁ, ২৪ নভেম্বর (হি স) : ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কোন্ডাগাঁও জেলায় শনিবার সন্ধ্যায় জেলার ছোটাটঙ্গার থানার অন্তর্গত মাওবাদীরা প্রধানমন্ত্রী সড়ক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ৪টি ট্রাক্টরসহ ৬টি গাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় মাওবাদী সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। জেলা সদর থেকে ৫১ কিলোমিটার দূরে মাধোনার গ্রামে গত ২০ দিনের জন্য রায়গঞ্জের ঠিকাদার রাজকুমার জয়সওয়াল থেকে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ছোটনগর মধোনার রাস্তার ঠিকা নিয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় প্রায় তিনশো সশস্ত্র নকশালবাদীর একটি দল এসে পৌঁছায় এবং রাস্তা নির্মাণে নিযুক্ত চারটি ট্রাক্টর, জেসিবি এবং মোটরসাইকেলের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুড়ে যাওয়া চারটি ট্রাক্টর ছোটাডোঙ্গারের বাসিন্দা কামেশ্বর যাদব, চমন লাল মাঞ্জি, সুকমান উসাদেই এবং গৌড় দন্ডের। মাওবাদীদের পোড়ানো জেসিবি এবং মোটরসাইকেলের রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদারের কর্মচারী মানিক পুরী বলে জানা গেছে। নকশালরা সমস্ত যানবাহনে আগুন দেওয়ার পরে লিফলেটও আটকে দিয়েছে, যেখানে ওই এলাকায় রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ শ্রমিকদের সতর্ক করা হয়েছে। নকশাল ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। গোটা এলাকায় পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

একই রাতে পরপর ৬টি দোকান ও ২টি বাড়িতে চুরি, ব্যাপক ক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : শনিবার রাতে শালতোড়া থানার পাবড়া গ্রামে পর পর ৬টি দোকান ও ২টি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়াও স্থানীয় একটি নির্মাণকারী সংস্থার স্টোর রুমে ওনিরাপদে চুরির ঘটনা ঘটে, যার ফলে এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভও ছড়িয়েছে। শালতোড়ায় কয়লা ও পাথর শিল্পের রমরমা অবৈধ খাদান মালিকদের পাহারা দিতে ব্যস্ত পুলিশ প্রশাসন। ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। শালতোড়া থানার পুলিশ অবশ্য ঘটনার তদন্ত শুরু করে দুষ্কৃতীদের ধরার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানা গেছে। শালতোড়ার পাবড়ার বাসিন্দা অসিত মন্ডলের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। অসিত মন্ডল শনিবার বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। সে কারণে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করতে। রবিবার তিনি বাড়ি এসে দেখেন, বাড়ির দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরের আলমারিতে রাখা সোনা, রুপোর গয়না, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য রাখা নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। সব মিলিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার জিনিস খোয়া গেছে বলে দাবি করেছেন অসিত মন্ডল। গ্রামেই একটি গোলদারি দোকান চালান শারীরিকভাবে অক্ষম নয়ন মন্ডল। তার দোকানে থাকা নগদ টাকা ২৬০০ টাকা, ১ টিন সরষের তেল, ১০ কেজি পোস্ত সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি গেছে। একই ভাবে আরও ৫ টি দোকান ও এক গৃহস্থ বাড়িতে লুটপাট চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাবড়া মোড়ের কাছে একটি নির্মাণ সংস্থার স্টোরে হানা দিয়ে ১ টি জল পাম্প সহ নানান জিনিসপত্র লুট করেছে চোরের দল। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।

বাসন্তীতে আক্রান্ত প্রতিবাদী

বাসন্তী, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : রাস্তার পাশে পথচারী ও যাত্রীদের জন্য তৈরি বিশ্রামাগারে বসে মদ্যপান করার প্রতিবাদ করার এক যুবককে বেধড়ক মারধোরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কয়েকজন মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন পার্থ সারথি মিস্ত্রি নামে ঐ প্রতিবাদী যুবক। শনিবার রাতে বাসন্তী থানার চোরা ডাকাতিয়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক।

প্রতিদিনের মতোই যাত্রী শেডের নিচে বসে মহাদেব মাইতি, কালিদাস মাইতি ও প্রদীপ মাইতি মদ্যপান করে মাতলামি করতে থাকেন। শনিবার রাতে পার্থসারথী বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা দেখে তার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করার সাথে সাথে অভিযুক্ত মহাদেব মাইতি, কালিদাস মাইতি ও প্রদীপ মাইতি পার্থর উপর চরাও হয়ে তাকে বেধড়ক মারধোর করেন। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ঐ যুবক।

রাজনাথ সিং-জগদীপ ধনকর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স) : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে রবিবার দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম রাজ্যপাল ধনকর বৈঠক করলেন রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে।

দু'জনের আলোচনার কোনও বিষয় জানানো হয়নি। তবে, রাজভবন থেকে আজ সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাজ্যপল এ দিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে বসেন। রাষ্ট্রপতির ডাকা রাজ্যপালদের ৫০-তম বৈঠকে অংশ নিতে দিল্লি গিয়েছেন ধনকর।

রাজভবন সূত্রের খবর, প্রসারভারতীর চেয়ারপার্সন তথা লেখক ডঃ এ সূর্যপ্রকাশের সঙ্গে এ দিন দেখা করেছেন রাজ্যপাল ধনকর। নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে দেখা হয় তাঁদের। কলকাতায় ফিরে রাজ্যপাল আগামীকাল তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।